আমার ডাক্তার আমি
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা
BELADONA
COSTICUM
HOMOEOPATHIC
MEDICINE
ARNICA
THUJA -30

এ টু জেড অফ বেডসাইড

হোমিওপ্যাথিক

মেডিসিন ও চিকিৎসা

বায়োকেমিক চিকিৎসা, ও পুরক ও অনুপুরক ঔষধ

ঔষধের শক্তি প্রয়োগের সঠিক ক্রম ঃ
সাধারণত রোগের প্রথম অবস্থায় 1M থেকে 1X বা ৩০ থেকে ২০০ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু রোগ পুরনো হলে ১০০০ থেকে C.M. শক্তি ব্যবহার করতে হবে।
তবে বেশি শক্তির ঔষধ ১ বার প্রয়োগ করে অন্তত ১ মাস অপেক্ষা করতে হয়।

ডাঃ মদন মোহন হালদার ডি. এম. এস.

ফোন ঃ ৯৫৩১৭৪-২৭৭৭৭২
চেম্বার ঃ ৯৫৩১৭৪-২৭৭১৬৩
বাড়ী ঃ ০৩১৭৪-২১৩৯১৯ { রাত ৯টার পর }

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রীট | সন্ধ্যা প্রকাশনী, ৫৭ এম. জি. রোড, কলকাতা-৯,
বই পাড়া ঃ | সন্ধ্যা বুক এজেন্সী, ১৯ , এস. সি. দে স্ট্রী, কলকাতা-৭৩
শিয়ালদহ ঃ সন্ধ্যা ইন্টারন্যাশানাল, সেক্টর -১, শিশির মার্কেট,
শিয়ালদহ ১নং প্লাট ফর্মেরবিপরীতে

সুচিপত্র

শিশুদের রোগ

পেটের রোগ

চর্মরোগ

স্নায়ু-বক্ষ ও মাথার রোগ

১৮, ○ উন্মাদ রোগ - ১৮, ○ ট্রেনে ও বাসে অসুস্থতায় - ১৯, ○ বেশি পড়াশুনা করে শরীর খারাপ হলে - ১৯।

সর্দি-কাশি-জ্বর রোগে

○ সর্দি, কাশি ও হাঁচি - ১৯, ○ হাঁপানি - ১৯, ○ তরুণ/তরুনীদের তরল সর্দি - ১৯, ○ ব্রংকোনিউমোনিয়া - ১৯, ○ নেফ্রাইটিস - ১৯, ○ রক্তকাশ - ১৯, ○ মাম্‌স - ১৯, ○ বৃদ্ধদের কাশিতে - ১৯, ○ বৃদ্ধদের টনিক - ২০, ○ প্লেগ - ২০, ○ ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু - ২০, ○ ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গুর দুর্বলতার দূর করতে - ২০, ○ নিউমোনিয়া - ২০, ○ হুপিংকাশি - ২০, ○ হাঁপানি - ২০।

কানের রোগ

○ কানের ফোঁড়া - ২১, ○ কানের যন্ত্রণা - ২১, ○ কানে পূঁজ - ২১।

চোখের রোগ

○ চোখে বাবরি - ২১, ○ ছানি - ২১, ○ রাতকানা - ২১, ○ চোখ ওঠা - ২১, ○ চোখের ছানি - ২২, ○ চোখের পরিশ্রমে ঝাপসা দেখা - ২২, ○ ধুমপায়ীদের চোখের অসুবিধা- ২২, ○ দিন কানা - ২২, ○ রাতকানা - ২২।

দাঁতের রোগ

○ দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে - ২২, ○ দাঁত কড়মড় - ২২, ○ আক্কেল দাঁত ওঠা না ওঠার কষ্ট - ২২, ○ দাঁতে পাইওরিয়া - ২২, ○ দাঁত টকে গেলে - ২২।

নাকের রোগ

○ নাক ডাকা-২৩, ○ নাক বন্ধে - ২৩, ○ নাকের ক্ষত -২৩, ○ নাক দিয়ে রক্ত পড়া-২৩,

মুখের রোগ

○ তোতলামি - ২৩, ○ মুখের ঘা - ২৩, ○ জিহ্বা বা মুখের ক্যানসারে - ২৩।

স্ত্রী রোগ

○ জরায়ুর যে কোন রক্তস্রাবে - ২৩, ○ স্তনের ক্যানসারে - ২৩, ○ বন্ধ্যাত্ব - ২৩।

পুরুষের রোগ

○ গণরিয়া - ২৪, ○ স্বপ্নদোষ - ২৪, ○ গোঁফ দাড়ি দেরীতে ওঠা - ২৪, ○ গোঁফ, দাড়ি মাথার চুল উঠে টাক পড়ে গেলে - ২৪, ○ পুরুষদের গণরিয়ায় - ২৪, ○ হার্ণিয়া-২৪।

অন্যান রোগ

○ মূত্র রোধ - ২৪, ○ অসাড়ে মুত্রে - ২৫, ○ ইলেকট্রিক শক-২৫, ○ বাধক বেদনায় - ২৫, ○ পুড়ে যাওয়া - ২৫, ○ ইদুঁড়ে কামড়ালে - ২৫, ○ বিড়ালে কামড়ালে - ২৫, ○ পোড়া ঘায়ে - ২৫, ○ সাপে কাটা - ২৫, ○ কেটে গেলে - ২৬, ○ মেদ বৃদ্ধি করতে - ২৬, ○ বৃদ্ধদের রাতে বেশিবার প্রস্রাব হলে - ২৬, ○ রক্তে ইউসিনোফিল বৃদ্ধিতে - ২৬, ○ রক্তে ESR বেশি থাকলে - ২৬, ○ রক্তে সুগার বৃদ্ধিতে - ২৬, ○ রক্তে ইউরিয়া বৃদ্ধিতে - ২৬, ○ রক্তে

কয়েকটি বিশেষ স্ত্রীরোগ ও তার মেডিসিন ও চিকিৎসা

পুরুষদের কয়েকটি যৌনরোগ ও তার চিকিৎসা

কয়েকটি রোগের প্রতিষেধক ঔষধ

শিশুদের রোগ

শিশুদের টনিক

ক্যালকেরিয়া ফস ৩ x, **কেলিফস** ৬ x, **ম্যাগফস** ৬ x, **চেলিডোমিয়াম** θ, **এভেনা স্যাট** θ, **এ্যালফলকা** ৩ x, **কেলিকিউর** ৩ x, **সেসিথিন** ৩ x এই ওষুধগুলির প্রত্যেকটি ৫-এম এল করে নেবেন। একটি দু আউন্স শিশিতে ভরবেন বাকীটা ডিস্ট্রিল ওয়াটার দিয়ে ভরে নিয়ে দুধ বা ফলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবেন। রোজ তিন বার।

শিশুদের দুধ না ধরা — যে সব শিশু মায়ের স্তন মুখে চেপে ধরলেও টেনে দুধ খায় না তাদের **চায়না** ৬ বা **পালসেটিলা**-৬, ২/৩ ফোঁটা জলে গুলে ঝিনুকে করে দিনে ৩বার ৭দিন খাওয়াতে হবে।

শিশুদের জড়ুল — জন্মলগ্নে যদি শিশুর কোন স্থানে জড়ুল থাকে **থুজা** θ বা ৩০ প্রলেপ দিলে জড়ুল থাকে না তবে দিনে ১ফোটা করে ৩বার ৭দিন লাগাতে হবে।

শিশুদের নাড়ী না শুকানো — শিশুর নাড়ী শুকোতে সাধারণত ৪/৫ দিন লাগে। যদি তা না শুকোয় বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। যদি পূঁজ হয় বা রক্ত পড়ে তাহলে **সাইলিসিয়া** ৬, ১ফোটা করে ৩ বার দিতে হবে। সেই সঙ্গে বাইরে প্রলেপ দিতে হবে **ক্যালেন্ডুলা অয়েল ক্যালকেরিয়া ফস**-৬x দিনে ১বার।

শিশুর নাভিদেশ যদি ফুলে ওঠে লাল হয় তবে ও লাল **বেলেডোনা** ৬, ১ফোটা করে ৩ বার দিতে হবে। নাড়ী কাটার পর বাঁধবার দোষে যদি রক্ত পড়ে তাহলে **হ্যামামেলিস** θ দিতে হবে। যদি ক্ষততে দুর্গন্ধ হয় তাহলে খাওয়াতে হবে **ক্রিয়োজোট** ৬ বা **ক্যালকেরিয়া ফস**-৬x।

শিশুদের গোঁড় হওয়া — শিশুর নাভি শুকিয়ে যাওয়ার পরে সেই জায়গাটা উঁচু বা ঢিবির মতো হয়ে থাকে। একেই বলে গোঁড়। এই অবস্থায় ব্যান্ডেজ বা ন্যাকরা দিয়ে গোঁড়টাকে পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। সেই সঙ্গে ঔষধও খাওয়াতে হবে। এইরকম অবস্থায় ঔষধ **নাক্সভমিক** ৬। ৭দিন ১ফোটা করে ৩বার।

শিশুদের শ্বাসকষ্ট — অনেক সময় শিশুর হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এই রকম অবস্থায় **শ্যাম্বুকাম** ৩ x, **স্পঞ্জিয়া** ৩ বা **একোনাইট ন্যাপ**-৬, এর ৩দিন যে কোনো একটি ঔষধ ২/৩ বার ১ ফোটা করে আধঘণ্টা অন্তর দিতে হবে।

শিশুদের হিক্কা — সাধারণতঃ অজীর্ণতার জন্যে শিশুদের হিক্কা হয়। তবে অনেক সময় ঠান্ডা লেগেও হিক্কা হতে পারে। যে কোনো কারণেই হিক্কা হোক, শিশুকে খাওয়াতে হবে **নাক্স ভমিকা** ৩০ বা **জিনসেং** ৬ x। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৩দিন।

শিশুদের সর্দি-কাশি — ঠান্ডা লেগেই শিশুর সর্দি-কাশি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যেও ঠান্ডা লেগে জ্বর ও সর্দি-কাশিতে প্রথমে তরল অবস্থায় **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** বা বেলেডোনা ৩ x খাওয়াতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও শুকনো কাশিতে **ব্রায়োনিয়া** ৩ দিতে হয় ১ ফোটা করে ৩বার ৩দিন।

শিশুদের দুধ তোলা — সাধারণতঃ বেশী পরিমানে দুধ খাওয়ার জন্যই এরকমটা হয়ে থাকে। অজীর্ণতা দোষ, মায়ের খাবার গ্রহণের দোষ, শ্লেষ্মা প্রভৃতি কারনেও শিশুরা দুধ তোলে। অনেক সময় জমাট দইয়ের মতো দুধ তোলে। এরকম অবস্থায় বমিও হতে পারে। যদি অজীর্ণতার কারনে দুধ তোলে, তাহলে **নাক্স ভমিকা** ৬ দিতে হবে ১ফোটা করে ৩বার।

গলায় ঘড় ঘড় করলে **এ্যান্টিম টার্ট** বা **ব্রায়নিয়া** ৬ কাশতে কাশতে যদি বমি হয় তাহলে দিতে হবে **ইসিকাকুয়ানা** বা **বেলেডোনা** ৩ x। গা গরম, শুকনো ভাব, দম আটকানো কাশি, স্বরভাঙ্গা, অস্থির ভাব, তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণে **এ্যাকোমাইট ন্যাস** ৩ x পরে স্পঞ্জিয়া দিতে হবে। প্রতিটি ওষুধই ১ ফোটা করে দিনে বার ৩দিন খাওয়ান।

শিশুদের কৃমি — গুঁড়ো বা কুঁচো কৃমি হলে সেগুলি অনেক সময় মলদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে সময় খুব কুট কুট করে বলে শিশুরা অস্থিরতা প্রকাশ করে। কৃমি হয়েছে বুঝলেই **সিনা** ৩ x, এবং ২০০ x দিতে হবে। ১ ফোটা করে খালি পেটে সকালে ও রাত্রে দুবার ৭দিন।

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য — যকৃতের দোষ, অজীর্ণতা, প্রভৃতি কারনে শিশুর এ রোগ দেখা দেয়। পায়খানা খুব শুকনো, খুব শক্ত হয় মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে সাধারণতঃ শিশুর ও এরকম হয়ে থাকে। তাই মায়ের খাদ্য লঘু হওয়া দরকার। পায়খানা খুব শক্ত হলে **লাইকোপোডিয়াম** ৩০ **এ্যাস্টিম ক্রুড** ৬। **নাক্স ভমিকা** ৩০ প্রয়োগে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ **ব্রায়োনিয়া** ৩। প্রতিটি ওষুধই ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিন।

শিশুদের পেট ব্যথা — শিশুর পেট ব্যথা করলে অস্থির হয়, কাঁদে। কাউকে স্থির থাকতে দেয় না। ঠান্ডা লাগা, মায়ের খাওয়ার দোষ, শিশুর কৃমি, শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য বা অর্জীণতার দোষেই পেট ব্যথা করে। অনেক সময় শিশুর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। পায়খানা হয় সবুজ রঙের পাতলা। সঠিক কারণ বুঝে পেট ব্যাথার ঔষধ দেওয়া উচিত। মায়ের খাওয়ার দোষে শিশুর পেট ব্যথা করলে **পালসেটিনা** ৩। পায়খানা না হওয়ার জন্যে পেট ব্যথা, মায়ের খাওয়ার দোষে বা শিশুর খাওয়ার দোষে পেট ব্যথা করলে **ক্যামোমিলা** ১২। বা **কালোসিন্থ, বেলেডোনা**। যদি কৃমির জন্যে পেট ব্যথা করে তাহলে দিতে হবে সিনা ৩ x অথবা ২০০ ১ ফোঁটা করে ২ বার সকাল ও সন্ধ্যোয় ৭দিন।

শিশুদের মৃগী রোগ — শিশুর মৃগী রোগ হলে তাকে খাওয়াতে হবে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ৩০ বা **সিকুটা** ১ ফোঁটা করে ৩বার ৭দিন।

শিশুদের মাথার উকুন — শিশুদের মাথায় উকুন হলে প্রথমে চুলের গোড়া পরিষ্কার করতে হবে। তাতে উকুন না গেলে **নেট্রাম মিউর চূর্ণ** বা নিম তৈল করে মাথায় মাখতে হবে। তিন দিন ১ বার করে মেখে আধঘন্টা পর মাথা ধুইয়ে দিন।

শিশুদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া — শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর অনেক সময় শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। যদি দেখা যায় ২৫/৩০ ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রস্রাব হয়নি তাহলে **ওপিয়াম** ৬ বা **ক্যাম্থারিস** বা **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৬ খাওয়াতে হবে। ১ ফোটা করে দিনে ৪ বার ৩দিন।

শিশুদের হুপিং কাশি — এটি শিশুদের অন্যতম একটি কষ্টদায়ক রোগ। কাশবার সময় 'হুপ' হুপ' করে একটা শব্দ হয়। কাশতে কাশতে অনেকের দম আটকে যাবার মতো অবস্থা হয়। কাশি সহজে থামতে চায় না। এ রোগ হলে শিশুকে **মেফাইটিস** ৩ x। দু ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে ২ টো করে বড়ি।

শিশুদের দুর্গন্ধ-যুক্ত প্রস্রাব — শিশুদের মূত্রে নানা রকমের গন্ধ হয়। শিশু আঁশটে গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ করলে **ইউর‍্যান নাইট্রিক** ৩ দিতে হয়। মিষ্ট গন্ধযুক্ত মূত্র হলে **বেঞ্জয়িক এ্যাসিড** ৬ খাওয়াতে হবে। ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হলে **নাইট্রিক এ্যাসিড** ৩০ দিতে হবে। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিন খাওয়াতে হবে।

শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব — বেশীরভাগ শিশুই বিছানায় প্রস্রাব করে। প্রস্রাব করিয়ে শোয়ালেও বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে। রাতে ঘুমোবার কিছুক্ষণ পরেই বিছানায় প্রস্রাব করলে **কস্টিকম** ৬। ঘুমোবার সময় অসাড়ে প্রস্রাব করলে **বেলেডোনা** ৬ স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যে প্রস্রাব করলে **ক্যালকেরিয়া ফস** ৬ দিতে হয়। দিনের বেলায় বিছানায় প্রস্রাব করলে **ফেরাম ফস** ৬ এবং কৃমির জন্যে বিছানায় প্রস্রাব করলে মিনাম থেকে ২০০ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

মাত্রা ঃ উপরোক্ত ৩, ৬ শক্তির ঔষধ চার ঘণ্টা অন্তর একমাত্রা করে ২/৩ দিন, ৩০ শক্তির ঔষধ ২ টো করে বড়ি ছয় ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ দিন খাওয়াতে হবে।

শিশুদের দাঁতে পোকা — আজকাল আকছার শিশুদের এই দাঁতে পোকা রোগটা হচ্ছে। রোগের কারণ হিসেবে বলা যায় দাঁত অপরিষ্কার রাখা, অজীর্ণতা প্রভৃতি। বেশী টক বা মিষ্টি খেলেও দাঁতে পোকা হয়। দাঁতে পোকা ধরলে দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হয়, অসহ্য যন্ত্রণা হয়, দাঁতের গোড়া ও গাল ফোলে। এসব লক্ষণ দেখা গেলে শিশুকে দিতে হবে **ক্রিয়োজোট ১২ বা সিলিকা** ৬, যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে দাঁতের গোড়ায় দিতে হবে **ক্রিয়োজোট** ৬ বা **পালটাগো**- θ দু'ফোঁটা দিলেই উপকার পাওয়া যাবে। মাত্রা ঃ চার ঘন্টা অন্তর ১ ফোটা করে ৩/৪ দিন খাওয়ালে ও দাঁতের গোঁড়ায় লাগালে রোগ ভালো হয়।

শিশুদের দাঁত কপাটি — অর্জীণতা, দুর্বলতা, রক্তস্রাব, ঠান্ডা লাগা বা রোদ লাগা, আঘাত লাগা প্রভৃতি কারনে শিশুদের দাঁত কপাটি লাগা রোগটি দেখা যায়। রোগটার মূলে কি অর্থাৎ কি কারনে দাঁত কপাটি রোগটা দেখা দিয়েছে তা জেনে **চায়না**-৬, **ফ্যামালিস**- ২ x, **নাক্সভৌমিকা** ৩, **আর্নিকা**- ৩, **হাইপেরিকাম** ২ x, বা **হাইপেরিকাম**-৩০ ১ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিনে সেবনে রোগ নিরাময় হবে।

শিশুদের ন্যাবা বা জন্ডিস — অনেক সময় নবজাত শিশুদেরও ন্যাবা বা জন্ডিস হয়। এ রোগ হলে শিশুর সারা শরীর হলদে হয়ে যায়। মূত্রের রং ও হলদে হয়। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। রোগটা বেড়ে গেলে ভয়ঙ্কর ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। দেহ ও চোখ হলদে হলে **ক্যামোমিলা** ৬ দিতে হয়। যদি এই ঔষধটি ব্যর্থ হয় তাহলে

দিতে হবে **পডোফাইলাম** ৩। পায়খানা আটকে গেলে বা বন্ধ হলে **নাক্সভমিকা** ৩০। **চেলিডোনিয়াম** ৩ দিতে হবে ১ ফোটা করে দিনে ৪বার ৭দিন সেবনেই ফল পাওয়া যায়।

শিশুদের নাক বুঁজে যাওয়া — অনেক সময় শিশুর নাক সর্দিতে সেঁটে ধরে বা বুঁজে যায়। শিশুর তখন শ্বাসপ্রশ্বাসে বেশ কষ্ট হয়। শ্লেষ্মার জন্যে অনেক সময় বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয়। এরকম হলে সরষের তেল গরম করে নাকের ভেতরে ও বাইরে লাগালে একটু আরাম পাওয়া যায় তরল সর্দির কারনে নাক বুঁজে গেলে **ক্যামোমিলা** ১২; সর্দি শুকিয়ে গিয়ে নাক বুঁজে গেলে **ব্রয়োনিয়া** ৬। শ্লেষ্মায় বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ ও নাক বুঁজে যাওয়া লক্ষণে **এ্যান্টিম টার্ট** ৬ বা বেলেডোনা-৩০ দিতে হবে। দিনে ৪বার ৩ঘন্টা অন্তর ১ ফোঁটা করে ৭ দিন সেবনে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিশুদের পক্ষাঘাত — এটি খুবই মারাত্মক রোগ। শিশুর প্রথমে জ্বর হয় ও সেই সঙ্গে খিঁচুনি দেখা দেয়। ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত স্থান সরু হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানের চেতনা লুপ্ত হয় ও ঐ অংশটি অবশ হয়ে পড়ে। এ রোগের প্রথম অবস্থায় **বেলেডোনা** ৩। পুরনো অবস্থায় **সালফার** ৩০; ১ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার ৩ ঘন্টা অন্তর ৭দিনে খাওয়াতে হবে।

শিশুদের একজিমা — 'একজিমা' পাঁচড়া জাতীয় চর্মরোগ। এ রোগ হলে শুকনো বা জলে যুক্ত ক্ষত হয়ে থাকে। এর ভেতরে কখনো জ্বালা করে, আবার কখনো কুট-কুট করে। জলযুক্ত ক্ষত হলে রস ও পুঁজ-রক্ত বের হয়। ক্ষতস্থানে বেশ ব্যথা হয়। এ রোগ হলে প্রথমে খাওয়াতে হয় **রাসটাক্স** ৩। যদি জ্বালা করে তাহলে দিতে হবে **সালফার** ৩০; ঘা থেকে রস পড়লে বা পূঁজ রক্ত পড়লে **গ্রাফাইটিস** ৩০ দিতে হয়। ক্ষত যদি শুকনো হয় তাহলে দিতে হবে লাইকোপর্ডিয়াম ১২। দিনে ২বার ১ ফোটা করে ৭দিন।

শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস — বুকে ব্যথা, জ্বর, কাশি, দুর্বলতা, অস্থিরতা প্রভৃতি এ রোগের লক্ষণ। লক্ষণ বিচার করে রোগটা ভালো করে চিনে নেবার পর দেখতে হবে সেটি নতুন না পুরনো। নতুন রোগে শিশুকে দিতে হবে **ব্রায়োনিয়া** ৩ বা **এ্যাকোমাইট ন্যাপ** ৩ x। পুরনো (Chronic) রোগে **কস্টিকম** ১২ বা **এ্যান্টিম টার্ট** ৬। দিনে ৩বার ৩ঘন্টা অন্তর ১ ফোটা করে দিতে হবে।

শিশুদের হাঁপানি — এই অসুখটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক। মা কিম্বা বাবার হাঁপানি থাকলে, শিশুর ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের শ্রেষ্ঠ এবং উপকারী ঔষধ **আর্সেনিক অ্যাল্ব** ১২ অথবা **ইপিকাকুয়ানা** ৩ x . বা **হিপার সালফার-৩০, বেলেডোনা-৩০** সকাল ও সন্ধ্যায় ১ ফোটা করে গরম জলে মিশিয়ে ৭দিন খাওয়াতে হবে।

শিশুদের নিমোনিয়া — ঠান্ডা লেগে সর্দি এবং সেই সর্দি থেকেই এ রোগটার উৎপত্তি। এটি শিশুদের পক্ষে রীতিমত কষ্টদায়ক অসুখ। এ রোগ হলে **পালসেটিলা** ৬, **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৩ x বা **এনটিসঠাট** লক্ষণ অনুয়ায়ী শিশুকে খাওয়াতে হবে। ৩ ঘন্টা অন্তর ১ ফোটা করে ৪ বার।

শিশুদের পুঁয়ে পাওয়া — অনেক শিশুকেই এই রোগে ভুগতে দেখা যায়। এই রোগের লক্ষণ শিশু রোগা হয়ে যায়, সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান করে, খাবার অরুচি, বদহজম, মুখ দিয়ে দুধ তোলা, বুকের দুধ টানে না। আবার অনেক সময় শিশুর ক্ষিধে থাকে, খায় অথচ রোগা হয়ে যায়, এমন লক্ষণ ও প্রকাশিত হয়। খায় অথচ শিশু রোগা হয়ে যায় এ ওষুধের ওষুধ হল **আয়োডিন ৬ এবং সালফার ৩০ বা নেট্রাম মিউর**। খাবার পর এই ওষুধের ১ ফোটা ৩বার ৭দিন সেবনে রোগ নিরাময় হয়।

শিশুদের ঘামাচিতে — শিশুদের ঘামাচিতে দিতে হবে **ক্যামোমিলা ১২**। রসপূর্ণ ঘামাচি হলে **রাসটাক্স** ৬ দিতে হবে। ঠান্ডা লেগে ঘামাচি হলে **ডাল্কেমারা** ৬ প্রয়োগ করতে হবে। ঘামাচির শ্রেষ্ঠ ঔষধ **সালফার** ৩০ বা আর্নিকা-৩০ দুপুরে ও রাতে শোবার আগে এই ওষুধ ১ ফোটা করে সেবন করলে রোগ সারে।

শিশুদের লিভার বড় ও শক্ত হওয়া — শিশুর লিভার বা যকৃৎ বড় হলে নানা রকম লক্ষণ শিশুর শরীরে ফুটে ওঠে। যেমন—রক্তের রং কালো কালো বা সাদা হয়, পেটটা বেশ বড় দেখায়, চোখ হলদে হয়ে যায়, মুখটা ফ্যাকাশে দেখায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, শিশুর শোথ হতে পারে, শিশু দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় অনেক সময় উদরাময়ও দেখা দিতে পারে। যকৃৎ বা লিভার বড় হলে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ৩০ দিতে হবে। শক্ত হলে **মার্ক আয়োড** ৩ খাওয়াতে হবে। চোখ হলদে বা রক্তশূন্য হলে **মার্কসল** ৬; শিশু ক্রমশঃ রোগা ও ক্ষীণকায় হতে থাকলে **আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম** ৩ দিতে হয়; উদরাময় দেখা দিলে **পডোফাইলাম** ৬; কোষ্ঠকাঠিন্য হলে **সালফার** ৩০; শোথ দেখা দিলে **এনিম ৩** দিতে হবে। দিনে ৩ বার ১ ফোটা করে ৭দিন।

শিশুদের কলেরা — জ্বর, শরীর নীলবর্ণ হয়ে পড়া, হাত পা ঠান্ডা, দুর্বলতা, খিঁচুনি, হিক্কা, বমি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। **কেলিব্রোম** ৩ x গুঁড়ো দিতে হবে। অসুখটা যদি শক্ত ধরনের মনে হয় তাহলে দিতে হবে **ক্যামফার ১২**। এরকম লক্ষণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ **ইথুজা** ৬ থেকে ৩০ শক্তির দিতে হবে। গরম ভেদ, অধিক তৃষ্ণা বা তৃষ্ণাহীনতা লক্ষণে **পডোফাইলাম** ৬ খাওয়াতে হবে। প্রতিটি ওষধই আধ ঘন্টা অন্তর ১ ফোটা করে খাওয়াতে হবে।

শিশুদের সবুজ পায়খানা — দাঁত ওঠার সময় শিশুদের সবুজ পায়খানা হয় তাতে ১। **ইলাটোরয়াম** ৩০-১ মাত্রা ২। **ক্যালকেরিয়া ফস** ৬ x , ২ টো ট্যাবলেট বা ২ গ্রেন। ৩। **নট্রাম সালফ্** ২ টো ট্যাবলেট বা ২ গ্রেন। পর্যায়ক্রমে দু ঘন্টা অন্তর খাওয়ালে পায়খানা স্বাভাবিক হবে।

শিশুদের চুলকানি — এ রোগের প্রধান ওষুধ **সালফার** ৩০ থেকে ২০০ শক্তি। যারা শরীরের চুলকালে **অ্যালোমিনা** ৩ x । মলদ্বার চুলকালে **কলিনসোনিয়া** ৩ x । চুলকানির পরে জ্বালা করতে থাকলে **রাসটাক্স** ৩। চুলকাতে চুলকাতে রক্ত পড়তে থাকলে খাওয়াতে হবে **মারকিউরিয়াম মল** ৬ বা **এচিনেসিয়া** দিনে রাতে দু-বার ১ ফোটা করে ৭দিন।

শিশুদের স্তন ফুলে ওঠা — অনেক সময় শিশুর স্তন ফুলে উঠে তখন শিশুরা খ
কষ্ট পায়। এমনও দেখা যায় যে, স্তনে দুধের মতো তরল পদার্থ বের হচ্ছে। এরকম অবস্থ
খাওয়াতে হবে **বেলেডোনা** ৩। পূঁজ হলে খাওয়াতে হবে **হিপার সালফড়** (প্রথমে) **সিলি**
৬ (পরে)। ১ ফোটা করে সকালেও রাতে দুবার ৭দিন।

শিশুদের কান্না — সব শিশুই কাঁদে। শিশু কাঁদলে বুঝতে হবে তার কিছু একট
অসুবিধা হচ্ছে। এই অসুবিধাটা কি তা খোঁজ করে আগে জানা দরকার। কান্নার কারণ
যেমন-শিশু যদি হাঁটু গুটিয়ে পেটের কাছে টেনে আনে তাহলে বুঝতে হবে পেটের কোনে
ব্যাপার। সেক্ষেত্রে পেট ব্যথা বা পেট কামড়ানি দেখা দিয়েছে বলে অনুমান করে নিতে হবে
মুখে আঙ্গুল দিয়ে কাঁদলে বুঝতে হবে ঘুমের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মুখে ঘ
হয়েছে মনে করা যেতে পারে, অথবা দাঁত ওঠবার পূর্ব লক্ষণ বলেও ভাবা চলে। কানে হা
দিয়ে কাঁদলে কানের মধ্যে কিছু হয়েছে যার জন্যে শিশুর অসুবিধা হচ্ছে অনুমান করা যায়
সঠিক কারণ জেনে তবে ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। দাঁত ওঠার সময় শিশু কাঁদলে তাকে
দিতে হবে **ক্যামোমিলা** ৬ বা **পালসেটিলা**-৩০ শিশুর চমকে ওঠা, মাথা নরম গরম প্রভৃতি
লক্ষণে **বেলেডোনা** ৬ দিতে হয়। পেট ব্যথা, উদরাময় প্রভৃতি কারনে অনবরত কাঁদলে
কলোমিন্থ্ ৬ বা **ক্যামফার** ৬, ১ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর ৩বার ৭দিন সেবনে রোগ নিরাময়
হবে।

শিশুদের তড়কা রোগ — স্নায়বিক দুর্বলতা, আঘাত লাগা, চর্মরোগ বসে যাওয়া
প্রভৃতি কারনেই শিশুদের তড়কা রোগ হয়। কৃত্রিম কারনে এ রোগ অনেক সময় হয়ে থাকে
আবার দাঁত ওঠবার সময়তেও অনেক শিশুর তড়কা রোগ হয়। দাঁত ওঠার সময় তড়কা
রোগ হলে **ক্যামোমিলা** ৬, চর্মরোগ বসে গিয়ে তড়কা হলে **সালফার** ৩০ এবং ঘুম চোখ
লাল, ঘুমন্ত অবস্থায় চমকানো, হাত পায়ের আড়ষ্টতা লক্ষণ **বেলেডোনা** ৬; কৃমির জন্যে এ
রোগ হলে **সিনা** ৩ x, ১ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর ৪বার ৭দিন সেবনে রোগ নিরাময় হবে।

শিশুদের নীল হয়ে যাওয়া রোগ — এই রোগে শিশুর সারা শরীর নীল হয়ে যায়
সেই সঙ্গে বুক ধড়ফড় করে। এ রোগের ওষুধ **ডিজিটেলিস** ৬। দিনে ৩বার ১ ফোটা করে
৩দিন।

শিশুদের পেঁচোয় পাওয়া — এ রোগটি নানা ধরনের জীবানু দ্বারা সুতিকাগারে
শিশুকে আক্রমণ করে থাকে। এ ছাড়াও আঘাত বা ঠান্ডা লাগা, অজীর্ণতা প্রভৃতি কারনে এই
উৎকট ব্যাধি হয়। রোগটি আগে পেঁচোয় পাওয়া রোগ বলে প্রচন্ডভাবে শিশুদের মধ্যে প্রভাব
বিস্তার করতো। এই রোগের লক্ষণ হলো শিশু একনাগাড়েই কেঁদে চলে। বুকের দুধ খেতে
চায় না। শিশুর মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, খিঁচুনি থাকে, চোয়াল
ধরে যায়। সঙ্গে অজীর্ণতা থাকে এবং বেশ ঠান্ডাও লেগে যায় শিশুর। ঠান্ডা লেগে বেশী
জ্বরের সঙ্গে এই রোগ হলে **এ্যাকোনাইট** ৩; চোখ মুখ লাল, বেশী জ্বর, মাথা গরম প্রভৃতি
লক্ষণে **বেলেডোনা** ৬, ১ ফোটা করে দিনে ৩ বার ৭দিন সেবনে রোগ সারে।

শিশুদের ঘুম না হওয়া — অনেক সময় শিশু ঘুমোতে চায় না বা ঘুমোলেও সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে শিশু এজন্য অনবরত কাঁদে। এমতাবস্থায় **নাক্সভমিকা** ৬। খাওয়ার দোষে অনিদ্রায় **পালসেটিলা** ৬, দাঁত ওঠার সময় ঘুম না হলে **ক্যামোমিলা** ৬, ১ ফোটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর ৪ বার খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যাবে।।

শিশুদের ফোঁড়া — বড় মানুষদের মতো শিশুদেরও দেহের যে কোনো জায়গায় ফোঁড়া হতে পারে। এমতাবস্থায় **আর্নিকা ৩, বেলেডোনা ৬, সিকেলিকর** ৬ (পরে) দিতে হবে। পূঁজ হলে **হিপার সালফ্** ৩০ দিতে হবে। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৩দিন।

শিশুদের চক্ষুপ্রদাহ — অনেক সময় শিশুর চোখ ফুলে উঠে টকটকে লাল হয়ে যায়। চোখের কোনা থেকে পূঁজ পড়ে বা রক্ত পড়ে, মাঝে মধ্যে চোখ জুড়ে যায়। সাধারণতঃ ঠান্ডা লেগে এ রকমটা হয়ে থাকে। এ অবস্থায় জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। এমতাবস্থায় শিশুকে **আর্জেন্টাম নাইট্রিকস ৩ বা মার্ক-সল** ৬। **এ্যাকোসাইট ন্যাপ ৩ x**। **বেলেডোনা** ৬ প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি ওষুধই ১ ফোটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর দিনে ৩বার ৭দিন দিতে হবে।

শিশুদের দাঁত ওঠা — সাধারণতঃ শিশুদের ৬ মাস থেকে ১০ মাস বয়সের মধ্যেই দাঁত ওঠে। অনেকের আবার আরও দেরী হয়। দাঁত ওঠার আগে কয়েকটি উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন—উদরাময়, পায়খানা বন্ধ প্রভৃতি। উপরের লক্ষণ সমূহ দেখা গেলে **ক্যামোমিলা ১২** দিতে হয়। দাঁত উঠতে যদি দেরী হয় তাহলে শিশুকে খাওয়াতে হবে **ক্যালকেরিয়া ফস ১২** বা ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬। এতেও যদি কাজ না হয় তবে সবশেষে দিতে হয় **সালফার ৩০**। লক্ষণ বুঝে প্রতিটি ঔষুধ দিনে ৩বার।

শিশুদের চোখের পাতায় আঞ্জনি — 'আঞ্জনি' রোগটা হলো চোখের পাতার গোড়ায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি। পরে এই ফুস্কুড়িগুলি একসঙ্গে জুড়ে ফোঁড়ার মতো দেখায়। ঘা ব্যথা হয়, যন্ত্রণা করে। এতে পূঁজ হয়, ফোঁড়া পাকে, ফাটে ও পূঁজ বেরিয়ে আসে। ঘা শুকোলে তবে শিশু আরাম পায়। চোখে পিঁচুটি পড়ে। চোখ অনেক সময় জুড়ে যায়। যে কোন রকম অঞ্জনিতে **হিপার সালফ্** ৬ বা **পালসেটিলা** ৩ দিতে হয়। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার। ৭দিনে রোগ সারে।

শিশুদের বেশি লালাস্রাব — মার্কসল- ৩০ বা বেলেডোনা-৩০ তে ভালো ফল হয়। দিনে ১বার ১ ফোঁটা করে ৩ বার।

শিশুদের রাত্রে ভয় — শিশুদের কখনো ভয় দেখাতে নেই। যারা কথায় কথায় শিশুদের ভয় দেখায় সেই সব শিশুদের ভয় পায়। এটা কোন অসুখ নয়। এমনটি হলে **ক্রোয়েলাম (৩০) বা কেলিব্রোম** - (৩০) ১ ফোটা করে দিনে ৩বার দিলে ভালো হয়।

শিশুর হাইড্রোসিল — শিশুদের **হাইড্রোসিল হলে এব্রোটেনাম** - (২০০) তিন দিন পর অন্তত ১ ফোঁটা করে মাসাধিক খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে **ক্যাল্কোফ্লুয়োর** (১২x) এর ৪টি ট্যাবলেট ২ বার করে রোজ খাওয়ালে ভালো ফ
ফাওয়া যায়।

শিশুর মাটি খাওয়া — শিশুদের যত কিছুই খাওয়ানো যাক না কেন তারা নিচে প
থাকা জিনিস খুঁটে খেতে ভালোবাসে। অনেক হিশু সুযোগ পেলেই মাটি যায়। এই প্রবৃত্তি
বন্দ করতে প্রথমে শিশুকে খাওয়ান **এলুসিনা** - (২০০) ২ দিন বাদ বাদ ১ মাস। এ
উপকার না পেলে **ক্যালকেরিয়া ফস** (৩x) বা **ন্যাট্রামমিউর-৩০, টিউবার কুলিকাস** এর ৪
করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাবেন।

শিশুদের মাথায় আঘাত — শিশুদের মাথায় আঘাত পেলে সংগে **আর্নিকা** -৩ এ
সংগে **কুপ্রাম** -৬ মিশিয়ে তিন ঘন্টা অন্তর খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যাবে। **লিডাম** পে
- ৩ দিনে ৪বার করে, মাস খানেক দিলে কোন সমস্যা থাকবে না।

শিশুদের শিড়দাড়া, ঘাড় বা আঙুলে আঘাতে — হাইপেরিকাম্ - (৩০)
ফোঁটা করে দিনে ৪ বার মাস খানেক খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

শিশুদের খাই খাই করা — সাধারণ ক্রিমির জন্যই শিশুরা খাই খাই করে। এরূপ
ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধ হল **সিনা** -(৩০)। দিনে ১ ফোঁটা করে ৭দিন খাওয়ালেই এরোগ সারে

শিশুদের হার্পিস — হার্পিস রোগে দাদের মত গোল চাকা চাকা বের হয়। ঘাড়ের
গোড়াতে, গলার নীচেই এটা সাধারণত হয়। তবে অন্য জায়গাতেও হতে পারে। ক্ষত শুকাবার
জন্য **হচিনেসিয়া** θ এর সঙ্গে **সোফেরা** θ মিশিয়ে ক্ষত স্থানে লাগান। ক্ষত শুকিয়ে যাবে
আর রোগ নিরাময়ের জন্য **আর্সেনিক** (৩০) দিনে ৩ ঘন্টা অন্তর ৪ বার, **রাসভেন** -৬ দিনে ৪
বার, **র‍্যানানকিউলস সেলিয়েটাস** (৩০) দিনে ৪বার ৭দিন খেতে হবে।

পেটের রোগ

আমাশয় — মার্কসল ২০০ সপ্তাহে ১ বার ১ ফোঁটা করে বা **ড্যাফ্রিনিনাম ষাট** θ দিনে
তিন বার ৭ দিন সেবনে আমাশয় নিরাময় হয়।

রক্ত আমাশয় — ফেরাম ফস ৩ x এবং **কেলিফস ৩ x** দুটি ঔষধ পর্যায়ক্রমে এক
ঘণ্টা অন্তর খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। দীর্ঘদিনের হলে পরপর ১৫ দিন। কম দিন হলে
৭দিন।

হঠাৎ পেটে ব্যাথা — এ্যাকোনাইট ন্যাপ θ **ক্যালেসিন্থ** θ ১ কাপ ঠাণ্ডা জলের
সঙ্গে মিশিয়ে ৩বার খাওয়ান ব্যথা কমবে।

**এ্যাপেন্ডিসাইটিস — বেলেডোনা- ৩ x , মার্কসল- ৩ x, ল্যাকোসিস- ৩০ কলোসিন্থ
৬, ফেরামফস- ৬ x, কেলিমিউর ৬ x** , এর যে কোন একটির ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া
যায়। ১ ফোটা করে দিনে দুবার। ১ মাস সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

উদরাময় — নেট্রাম সালফ ৬, পালসেটিলা-৬, চায়না θ ১০ ফোঁটা ঠান্ডা জলের
সঙ্গে সেবন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। দিনে ৩বার ৭দিন।

কলেরা/আন্ত্রিকে — কলেরার শুরুতে **নেট্রাম ফস** - ৬x এবং **নেট্রাম সালফ** ৬x এর ৫+ ৫ টি করে বড়ি ১৫ থেকে ৩০ মিনিট অন্তর খাওয়ালে মল ত্যাগ কমবে। এগুলির সঙ্গে ৪ ঘন্টা অন্তর রোগীকে দিতে হবে **ভেরেট্রাম এল্বাম** - ৬। **মার্কসল** -৬ এবং **ব্যপ্টি সিয়া** θ ১০ ফোটা করে প্রতি ঘন্টা খাওয়ালেও মলত্যাগ বন্ধ হবে। মল ত্যাগের পর যদি শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় খিঁচুনি ধরে তবে তাদের **কুপ্রাম আর্স** -৩০ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

বসন্তে — রোগের সূচনাতেই রোগী দিন **স্যারাসিনিয়া** -৬ **এবং হাইড্রোসটিস** θ ৮-১০ ফোঁটা করে প্রতিদিন ৪ বার ৭দিন। গুটিগুলি শুকতে আরম্ভ করলে রোগীকে **হাইড্রাসটিস** θ প্রয়োগ করতে হবে। যদি বসন্তের গুটি থেকে রক্ত বের হয় তবে রোগীকে দিতে হবে। **ক্রোটেলাস হরি**-৩০ দিনে ৪ বার করে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। বসন্ত রোগের আর একটি ভালো ঔষধ হল **কেলিসালফ** ৬x ও **ক্যালিমিউর** ৬x এর ৪টে করে ট্যাবলেট দিনে ৪ বার করে খেলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। **রাসটক্স** - ৩০ ঔষধটিও এই রোগে কার্যকারী হয়। বসন্তের গুটি মেলাতে দিন **থিওসিয়াসিন** - ৬।

গ্যাসটিক আলসার — **হাইড্রোসটিস** θ ৮-১০ ফোঁটা দিনে ৪বার প্রয়োগে গ্যাসটিক আলসারে ভালো ফল পাওয়া যায়। **নেট্রাম ফস** ৩০দিনে ৪বার। **জেরেনিয়াম মেকুলিনাম** θ, **সিম্ফাইটাম** θ, ৮-১০ ফোটা মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ৪ দিনে ৪বার ব্যবহার করতে হবে।

গলব্লাডারের পাথরে — যদি **হাইড্রাসটিস** θ ৮-১০ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর দিনে ৪ বার বেশ কিছুদিন খাওয়া যায় তবে পাথর গলবে। **ম্যাগফস** ৬ x, **নেট্রাস ফস** - ৬ x, এবং **ক্যালকোরিয়া ফস** এবং দুটি করে ট্যাবলেট দিনে ৪ বার করে বেশ কিছুদিন ভালো ফল পাওয়া যায়। তার সঙ্গে খেতে হবে **সিয়োন্যাথাস** θ, **চেলিডোনিয়াম** θ, ও **বা বেঁরিস** θ, ১০-১২ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্যানসারে — **ওর্নিথোগেলাম বা হাইড্রাসটিস** ৮-১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার।

জন্ডিস — **ক্যারিকাপেপে** θ, **সিয়োন্যানথাস** θ , **চেলিডোনিয়াম** θ , **মাইরিস্টিকা** θ, র প্রত্যেকটি ৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার খেতে হবে। তার সঙ্গে **ক্যালকেরিয়াফস** ৬ x , **নেট্রাম ফস** ৬x , **ম্যাগফস** -৬x , **হাইড্রাসটিস** θ ২ ফোঁটা প্রতিটির ২টি করে ট্যাবলেট দিনে ৪ বার খেতে হবে। আর সব চয়ে এই রোগের যেটি প্রয়োজন তা হল তাকে ঝাল, মশলা, ছাড়া পেপে, কাঁচকলা, ঝিঙে প্রভৃতির পাতলা ঝোল, চারা জ্যান্ত মাছ মশলা ছাড়া খেতে দেবেন। জল ফুটিয়ে দেবেন। পায়খানা সাদা হলে দেবেন **ডলিকাস** - ৩০ দিনে ৩/৪ বার।

হিল ডায়োরিয়ায় — পাহাড়ে উঠলে বা পাহাড়ি পরিবেশে যাদের ডায়োরিয়া হয় তাদের প্রথম দিন **আর্সেনিক্ত এ্যাল্ব** -৩০। ১ ফোটা করে দিনে ৩ বার। তার সঙ্গে দিন ডালকামারা -৩০।

গলব্লাডারের ব্যথায় — এই ব্যথার একটি ভালো ঔষধ ক্যান্থারিস ৬। এছাড়া **কার্ডুয়াস θ, বার্বেরিস এল θ, স্টিগমাটা মাইডিস θ**, প্রতিটি ১০-১২ ফোঁটা ১৫ মিনিট অন্তর এবং সঙ্গে **ম্যাগফস** ৬x এর ৪টি ট্যাবলেট দিনে ৪বার করে গরম জলের সঙ্গে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কোলাইটিসে-পাইরোজিনা ২০০ ও আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ২০০ একদিন পর একদিন দিনে ১ বার বেশ কিছুদিন খেলে রোগ নিরাময় হয়।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস — এই অসুখের লক্ষন হল খাওয়ায় অনিহা, প্রায়ই খাবার পর বমি হয়। ডানদিকের তলপেটে কি একটা জমে আছে মনে হয়, সামান্য যন্ত্রনা হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। এরূপ হলে রোজ সকালে খান **ব্রায়োনিয়া -২০০**, বিকেলে **প্লাসবাম ২০০** ও রাতে **লাইকোপোডিয়াম ২০০**, যদি পেটে যন্ত্রনা হয় তবে দিনে **ম্যাগফস -৬x**, এর ৪টি ট্যাবলেট এবং **আইরিসটেনেক্স-৬** এর ৪ বার খাওয়ালেও ভালো ফল পাওয়া যায়। এসব ঔষধ প্রয়োগের পর যদি দেখা যায় রোগের উপশম হচ্ছে না - তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

জিয়াডিয়া — জিয়াডিয়া রোগে বেশি পরিমানে খায়, কিন্তু শরীরের অবনতি হয়। তার কারন একপ্রকার জীবানু সব খাদ্য গ্রহণ করে শরীরকে দুর্বল করে তোলে। এরূপ রোগে **আর্টিস্টা ইন্ডিকা - θ, এসবেলিকা রাই θ, কুর্চ্চি - θ, টারমেনিলা চিবুজা θ**, এই ঔষধগুলির প্রত্যেকটির ৪-৫ ফোটা করে রোজ ৩ বার করে বেশ কিছুদিন খেলে রোগ নিরাময় হবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য — **ম্যাগনেসিয়া মিউর, সিলিকা ৩ x, নেট্রাম মিউর ৩ x**, সকালে ১০-১২ ফোঁটা সেবনে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। ১ফোঁটা করে ৩ বার ৭দিন।

চর্ম রোগ

নখকুনিতে — সাইলোসিয়ার সঙ্গে **কেলেন্ডুলা θ** ও **ইচিনেসিয়া θ** নখের গোড়ায় ৩বার করে ৩দিন লাগান নখকুনি সারবে।

আঁচিলে — **থুজা ২০০** রাতে শোবার আগে লাগালে বা **ক্যালকেরিয়া ৩ x** দিনে ৩/৪ বার লাগালে আঁচিল নিরাময় হবে। ১মাস লাগাতে হবে।

আঙুলে হারায় — **হিপার সালফা ৩ x** দিনে ৭/৮ বার লাগান বা **সাইলোসিয়া** লাগান। যদি পুঁজ বের হয় তবে **ক্যালকেরিয়া সালফা ৬ x** ট্যাবলেট গোটা চারেক গুড়ো করে লাগান। ৭দিনেই ফল পাবেন।

হাম — **পালসেটিলা-৬ ও ম্যালেন্ডিনাম ৩০** সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ৩ ঘন্টা অন্তর ৪বার ১ ফোটা করে।

অন্ডকোষে ফোঁড়া — **ক্যালকেরিয়া আর্স ৩ x**, ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

নারাঙ্গা — **বাসটক্স-৩০, স্ট্যাফাইলোকসিন ৩০** প্রয়োগে ভালো ফল পাবে।

দাদে — নেট্রাম সালফ ২০০ বা ব্যাসিলিনাম ১০০০, ১৫ দিন অন্তর ১ মাত্রা খেতে হবে। ৭দিনেই সুফল পাওয়া যাবে।

একজিমাতে — রাব ভেন ও লেডাম পল ৬ দিনে ৪বার ১ ফোঁটা ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

দুর্গন্ধময় ঘামে — সাইলিসিয়া-৩০, এ্যাসিড্ নাইট ২০০, সোডিয়াম-২০০ তো ভালো ফল পাওয়া যাবে।

গায়ের জামা খুললেই গা চুলকানি — গায়ের জামা খুললেই যাদের গা চুলকানি হয় তারা যদি **রিডমেক্স** -৩০, **নেট্রাম সালফ** ১২x এর ৪টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খায় তবে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঠোঁটের কোনে সাদা ঘা হলে — ক্যালেনডুলা θ, ৮-১০ ফোটা দিনে ৩ বার। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে **এসিড নাইট্রিক** ২০০ দিন।

স্নায়ু - বক্ষ ও মাথার রোগ

বাত — **ফেরাম ফস** ৬x বা **কেলিফস** ৬ x ১০-১৫টি ট্যাবলেট চা বা কফির সঙ্গে মিশিয়ে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করুণ। যে কোন বাতে ৭দিন সেবনেই ভাল ফল পাবেন।

উকুনে — **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** θ ৫০ml নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দু-তিন বার মাথায় লাগান। মিনিট পনেরো মাথায় মেখে শ্যাম্পু করুন। এর সঙ্গে অবশ্য স্ট্যাফিসোবিয়া ২ বার খেতে হবে। ৭দিনে উকুন ধ্বংস।

পক্ষাঘাত — যদি ডানদিকে পক্ষাঘাত হয়, তবে সেই রোগীকে দিতে হবে **কষ্টিকাম** - ১০০০ দিনে ৪ বার ৮/১০ ফোটা আর যদি বামদিক আক্রান্ত হয় তবে দিতে হবে **ল্যাকেসিস** -১০০০ ১ দিন বাদে ১ দিন ৪ বার। তার সঙ্গে দিন **স্টিনিয়া ফস** ৩X। এর সঙ্গে ফিজিও থেরাপি করলে ভালো হয়।

এই আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধ হল **ক্যালকেরিয়া ফস** ১২X এবং **কেলিফস** ১২X এর ৩ টি করে ৬টি ট্যাবলেট কিছুদিন খেলে ভালো হয়।

স্পন্ডিলাইটিস — **ক্যালকেলিরিয়া ফ্লোর** ৩০ X, **কেলি কিউর** ৩০ X, **ম্যাগফস** ৩০ X এর ৮ টি করে ট্যাবলেট দিনে দুবার খাবারের পর সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে। ৭দিন সেবনীয়।

স্মৃতি শক্তি হ্রাসে — **ব্রামভি** θ ১০ ফোটা **কেলিফস**- ৬ X দিনে ২ বার ২টি করে মাসখানেক খেলে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

স্বরভঙ্গ — **বোরাকস ২ x** ১০ মিনিট অন্তর ৩ গ্রেন পরিমান খেলে বা সোহাগার খই গালে রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

আধকপালে — ডানদিকে হলে **সাঙ্গুনেরিয়া কেন ২০০** এবং বা দিকে হলে **স্পাইজিনিয়া ২০০** দিতে হবে। ১ ফোটা করে ২ বার।

মৃগী রোগ — **হাইড্রোসিয়ানিক এ্যাসিড- ৩x, কেলিফস ৬x,** এ ভালো কাজ দেয়। ৩ ঘন্টা অন্তর ৪বার ১ ফোটা করে ৩দিন।

বধিরতা — **চোরিয়েনথাস চেরি θ** ৫-৬ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ফিকব্যথা — **স্টিচনিয়া ফস** ৩ x , **কেলিফস- ১২ x** পর্যায়ক্রমে সেবনে রোগ নিরাময় হবে। দিনে ৩বার।

মাইগ্রেণ — একে বলে আধ কপালে। কখনো মাথার ডানদিকে, কখনো বামদিকে ভীষণ যন্ত্রনা হয়। যদি বা দিকে যন্ত্রণা হয় তবে **সিনাবোরিস** (৩x) ৭দিন রোজ ৪ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ও **নাডসমোডিয়াম** (৬) প্রয়োগেও ভালো ফল পাওয়া যায়। যদি ডান দিকে যন্ত্রণার উপশম হয়। অম্বলের জন্য মাথায় যন্ত্রণা করলে **ক্যাপসিকাম** ৩০ রোজ ৪বার ১ ফোঁটা করে ৩ দিন খেলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। যদি লিভারের জন্য মাথায় যন্ত্রণা হয় তবে খান **জগুলেস সিনোরিয়া** ৬, ৭দিন ১ফোঁটা করে দিনে ৩ বার। যদি মাথায় যন্ত্রণা প্রতিদিন একই সময় হয় তবে সেই রোগীকে **সিড্রন** -৩০, ১ মাস দিনে ৩ বার ১ ফোঁটা করে খেতে হবে। ক্রনিক মাথার ব্যায় সেবন করুন- **ক্যালকেরিয়া ফস-২০০, স্পাইজেলিয়া** - ২০০ বা **ক্যালিকোরিয়া কার্ব** - ২০০, ৭দিন ১ ফোঁটা করে ৩বার।

সায়েটিকা — যারা সায়েটিকা রোগে ভোগেন তাদের ৭দিন পর পর দিতে হবে **কলেসিন্থ** ১০০০ ১বার। **কলোসিন্থ - ১০০০** তিন দিন পরপর। **ন্যাফেলিয়ম -৬ বা** ৩০ দিনে ৪ বার শীত কাতুরে রোগীদের দিতে হবে **কেলি আয়োড - ১০০০** সপ্তাহে ১ বার। এছাড়া **ম্যাগফস ১২x , কেলিফস ১২x** এবং **নেট্রাম মিউর** ১২x এর ২টি করে ট্যাবলেট গরম জলের সঙ্গে দিনে দুবার খেলেও উপকার পাওয়া যায়।

লিখতে লিখতে হাত অবস হলে — **কেলি ফস** ৬x, ৪টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার **জেলসিসিয়াম** -২০০, ১ বার। **স্টানম ২০০** দিনে ১ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

উন্মাদ রোগে — পাগলামির লক্ষণ দেখা দিলেই প্রথম থেকেই রোগীকে দেবেন **প্ল্যামিক্লোরাইন θ** এবং **রাওলফিয়া সারপেন্টাই θ**, ২০ ফোটা করে মোট ৪০ ফোঁটা দিনে ৩ বার। তার সঙ্গে দেবেন **ইগ্নেসিয়া - ২০০, হায়োমিয়েমাস ২০০ বা স্ট্যামোনিয়াম** ২০০ এর যে কোন একটি ২০ ফোঁটা করে দিনে ২ বার। রোগীর পাগলামো যদি দিনে বেশি বাড়ে তবে তাকে উপরের ওষুধগুলির যে কোন একটির সঙ্গে দিন **নেট্রাম মিউর** ২০০। আর যদি রাতে

পাগলামো বাড়ে তবে রোগীকে দিতে হবে - **সাইলেসিয়া - ২০০** এছাড়া উন্মাদ রোগে এছাড়া উন্মাদ রোগে **কেলিফস ২০০x** , **নেট্রাম সালফ ২০০x** , এবং **ফেরাম ফস - ২০০x** এর প্রত্যেকটির ২টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার করে খাওয়ালেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

ট্রেনে ও বাসে অসুস্থতায় — যে সব ব্যক্তি ট্রেনে বা বাসে উঠলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। যাদের সে সময় পেটের যন্ত্রনা বা গ বমি বমি ভাব হয় তাদের **আর্টিস্টা ইন্ডিকা** θ,বাসে বা ট্রেনে ওঠার আধ ঘন্টা আগে ২/৩ ফোটা খাওয়ালে এবং ট্রেনে বা বাসে উঠলে খাওয়ালে বমি হবে না, পেটের যন্ত্রনা হবে না। ট্রেনে বা বাসে ওঠার আগে থেকেই যদি বমি বমি ভাব থাকে তবে তাকে **কুকুনাস ইন্ডিকা** ৬ - ৮ বার ২/৩ ফোটা খাওয়ালে বমি হবে না।

বেশি পড়াশুনা করে শরীর খারাপ হলে — **ফাইত ফস** ৩x, বা ৬x, দিনে ৪টি ট্যাবলেট ৩ বার খান। সঙ্গে **ককুলাস ইন্ডিকা** -৬ দিনে ৩ বার খান। ভালো ফল পাবেন।

সর্দি - কাশি - জ্বর রোগে

সর্দি, কাশি ও হাঁচি — **এ্যাকানাইট ন্যাপ ৬ বা নেট্রাম মিউর** ৬, ২-৩ ফোঁটা খেতে দিলে হাঁচি বন্ধ হবে। **ব্রায়োনিয়া** ৩০ তেও কাশি-সর্দিতে ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ৩বার ৭দিন খেতে হবে।

হাঁপানি — হাঁপানিতে যদি শ্বাসকষ্ট হয় তবে **এমিল নাইট্রেট** θ ৮/১০ ফোঁটা রুমালে বা ন্যাকড়ায় ফেলে নাকের কাছে ধরে তার ঘ্রাণ নিলে শ্বাসকষ্ট দূর হবে। তাছাড়া **কেলিসলফ** ৬ x, **কেলি ফস** ৬ x, **ম্যাগফস** ৬ x, **ফেরাম ফস** ৬ x, ৪টি ট্যাবলেট গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১৫ মিনিট অন্তর খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ৭দিন খেয়ে বন্ধ করে আবার খেতে হবে।

তরুণ/তরুণীদের তরল সর্দি — **এভেনাস্যাটোইভা** θ ২০ ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ালে সর্দি ভালো হয়। দিনে ৩বার ৩দিন।

ব্রংকোনিউমোনিয়া — **এন্টিস আর্স**- ৩ x বা **ফেরাম ফস**- ৩ x ১ ঘণ্টা অন্তর সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিন।

নেফ্রাইটিস — **নেট্রাম ফস** ৬ x, ১২ x এ ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ৩বার ৭দিন খেতে হবে।

রক্তকাশ — **ফেরাম ফস** ৩x, **কেলিমিউর**-৩x, **ম্যাগফস** ৩x তিনটি ট্যাবলেট পর্যায়ক্রমে খেলে ভালো ফল পাবে। দিনে ৩বার ৭দিন।

মাম্স — **পেরোটিটিউডিনাম ২০০ বা মার্কসল ২০০** সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ১বার ১ ফোটা করে তিন দিন।

বৃদ্ধদের কাশিতে — বেশির ভাগ বৃদ্ধই রাতে ও দিনে খুক খুক করে কাশে। এটি বন্ধ করার শ্রেষ্ঠ ঔষধ হল **জেরেনিন** - ৬ x । বেশ কিছুদিন ২/৩ ফোটা করে দিনে ৩ বার এই ঔষধটি খেলে রোগ নিরাময় হয়। আর রাতে জল কম খেতে হবে।

বৃদ্ধদের টনিক — হার্ট দুর্বল বৃদ্ধদের **অকজায়াকান্থা** θ **অর্জুন** θ, এডোনিস ভ্যার্নালিস θ এবং **ক্রটিগাস** θ এই চারটি ওযুধের প্রত্যেকটির ৫/৬ ফোঁটা মিশিয়ে ৩দিন অন্তর বেশ কিছুদিন খেলে হার্টের দুর্বলতা কমে। যদি হার্ট রেট বেড়ে যায় বা বুক ধড় ফড় করতে থাকে তবে সেই রোগীকে তৎক্ষণাৎ **ক্যাকটাস গ্রান্ডি** θ বা **আইবোরিস** θ ১০/১২ ফোটা দিনে ৩ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। সিগারেট/বিড়ি খেয়ে যাদের হার্টের ট্রাবল দেখা দেয় তাদের **স্ট্রাফেনথাস** θ ৫/৬ ফোটা দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্লেগ — **ট্যারেন টিউনা কিউব** ৩০ সেবনে রোগ নিরাময় হবে। ৩বার ১ ফোঁটা করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু — যদি বুক, পিট, মাথা, হাত, পা এবং শরীরের প্রতিটি গাঁটে অসহ্য ব্যথা হলে সেই রোগীকে দিন **ইউপেটোরিয়াম পার্ফো** - ৩০, ২ ঘন্টা অন্তর ৮ বার ২/৩ ফোঁটা করে। নাক দিয়ে যদি কাঁচা জল পড়ে এবং কখনো শীত কখনো গরম বোধ হয় তবে দিতে হবে **আর্সেনিক আয়োড**-৬ দিনে ২-৩ ফোটা করে ৬ বার। প্রচণ্ড জ্বরের প্রকোপে রোগী যদি প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে তবে দিতে হবে **জেলসিমিয়াম**-৩০ দিনে ২ফোঁটা করে ৩ বার ৭দিন। যদি খুব জল পিপাসা থাকে তবে রোগীকে দিতে হবে - **ব্রায়োনিয়া**-৩০। এছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গুর আর কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় ঔযুধ হল -**ইনফ্লুয়েঞ্জাম** -২০০, রাসটক্স -৩০, ডালকামারা -৬x , আর্সেনিক এল্ব-৬।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গুর দুর্বলতার দূর করতে — ব্রোটেনাম-৩০ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। **কেলিফস** ৬x এবং **নেট্রামসালফ** -৬ দিনে ৪বার ৬দিন ২ ফোঁটা করে খেতে হবে।

নিউমোনিয়া — নিউমোনিয়া যদি শিশুদের হয় তবে তাদের দিতে হবে ওসিয়াম স্যাংক - θ, **নিউমোককিন** -২০০, জাস্টিসিয়া θ, ব্রয়োনিয়া θ, স্পঞ্জিয়া θ একসাথে ফোঁটা করে মিশিয়ে দিনে ৪ বার দিতে হবে। আর বড়দের ক্ষেত্রে **কেলিমিউর ৬**, কেলিসালফ ৬x এবং **ফেরাম ফস** ৬x এর ২টি করে মোট ৬টি ট্যাবলেট দিনে ৪ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হুপিংকাশি — রোগী যদি একনাগাড়ে কাশতে থাকে তখন তাকে দিতে হবে **ড্রসেরা** ৩০ দিনে ৩ বার ১০ ফোঁটা করে। রাতে কাশি বাড়লে দিন **এমনব্রোম** ৩x , ১০ ফোঁটা করে ৪ বার। কাশতে কাশতে যদি খিঁচুনি, ধরে তবে দিন **কুপ্রামমেট** ৩x, দিতে ১০ ফোঁটা করে ৪ বার। কাশতে কাশতে বমি হলে দিন **মিফাইটিস** ৬ - ৪ বার ' এর সঙ্গে **কেলিমিউর** ৬x, **কেলিসালফ** ৬x, ও **ম্যাগফস** ৬x, ২ ফোঁটা করে গরম জলে দিয়ে ৪-৫ বার খাওয়ান। হুপিং কাশি খুব বাড়াবাড়ি হলে **ওলিয়াম সেন্টেল** θ, **জাস্টিসিয়া** θ ও **ব্রামভি** θ, ওষুধগুলির প্রতিটির ৫ ফোঁটা করে ১৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার খেলে হুপিং কাশিতে ভালো ফল পাওয়া যায়। হুপিং কাশির শুরুতেই যদি **ক্যাসটানিয়াডেস**- θ, প্রয়োগ করা যায়, তবে কাশি বাড়ে না।

হাঁপানি — পেটের গোলমালের সঙ্গে হাঁপানি থাকলে বিস্মথ -৬, ৪বার ৫ ফোটা করে খেলে ভাল হয়। শুয়ে থাকলে হাঁপানির টান বাড়ে রোগী বসে থাকতে বাধ্য হয় এমন

অবস্থায় পুরুষদের **গ্রেনভেলিয়া** θ এবং স্ত্রীলোকদের **এম্ব্রাগ্রিসিয়া** ৬, ৫ ফোঁটা করে ৪ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। রোগা চেহারার রোগীদের দিন **এসপিডাসপরেমা-** θ ১০ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। বয়স্ক লোকদের দিতে হবে **স্যাম্বুকাস** θ ও **সেনেগা** θ এই দুটি ঔষধ ৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার দিন। অনেক সময় চুলকানি বসে গিয়ে হাঁপানি হয় এরূপ অবস্থায় **বো-ভিস্টা -২০০, সালফার-২০০,** এবং **সেরিনাম - ২০০,** ৫ ফোঁটা করে ৪ দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। হাঁপানির টান কমাবার জন্য **ক্যালিমিউর ৬ x, কেলিফস** ৬x , **কেলিসালফ** ৬x, **নেট্রাম সালফ** ৬x , **ফেরাম ফস** ৬x এবং **ম্যাগফস** ৬x এর ৪ টি করে ট্যাবলেট গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। হাঁপানির পক্ষে **এরোলিয়া রেসিমোসা** θ , **জস্টিসিয়া** θ , **জাব্বাসান্ট** θ , **ব্লাটা ওরিওয়েন্টালিস** θ , **নোবেলিয়া** ঔষুধগুলিও হাঁপানি রোগের পক্ষে খুব উপযোগী।

কানের রোগ

কানের ফোঁড়া — মাইরিসটিকা ৩ দিনে ৫-৬ বার বা **কার্ব্বোলিক এ্যাসিড** ৬ দিনে ৫-৬ বার সঙ্গে **ক্যালেন্ডুলা** θ দিতে হবে।

কানের যন্ত্রণা — প্লান্টাগো θ + **মূলেন অয়েল** θ মিশিয়ে ৩-৪ ফোঁটা কানে দিয়ে গরম সেঁক দিলে বেশির ভাগ সময় যন্ত্রণা কমে যায়। সঙ্গে **একোনাইট নেপ** ৬দিন দিনে ৪-৫ বার বা **পালসেটিলা** ৩০ দিনে ৪ বার ভীষণ ভাল।

কানে পুঁজ — সাইলেসিয়া ২০০ দিনে এক বার বা **সাইলেসিয়া** ৬x + **ক্যালকেরিয়া সালফ** ৬ x , ৪ + ৪ = ৮টা ট্যাবলেট দিনে ৩ বার। পুঁজে যদি খুব দুর্গন্ধ থাকে তবে **টেলুরিয়াম** ৬ দিনে ৪ বার এবং পুঁজ খুব ঘন হলে **পালসেটিলা** ৬দিনে ৪ বার এর সঙ্গে **মূলেন অয়েল** ৩-৪ ফোঁটা দিনে ৪ বার। যাদের বার বার কানে পুঁজ হয় তারা **সোরিনাম** ১০০০ দু সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া একবার এবং পুকুরে বা কোন জায়গায় ডুব দিয়ে চান করা বন্ধ করতে হবে।

চোখের রোগ

চোখে বাবরি — পালসেটিলা ৬, এক ঘণ্টা অন্তরখেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ১ফোটা ৭দিনে খেতে হবে।

ছানি — ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ১২ x এর ৩টি করে দিনে ৩ বার ১ফোটা খাওয়ানো এবং **মেরিটিকা সাক্কাস** চোখে লাগালে ছানি কেটে যাবে।

রাত কানা — লাইকোপেডিয়াম ২০০ এবং **ফসফরাস** ৬ সেবনে ভালো হয়। রাতে শোবার আগে ১ বার, ৭দিন।

চোখ ওঠায় — হিপার সালফ, সাইলেসিয়া, মাইরেস্টিকা ৩০ সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। ১ ফোঁটা করে দিনে ৩বার ৭দিন।

চোখের ছানিতে — যে সব ওষুধ গুলি বেশ কিছুদিন ধরে খেতে হবে তা হ
ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ১২x এর ৪টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার, **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ২০০ দিনে
২ বার অন্তত ১ মাস খেতে হবে। এর সঙ্গে দিতে হবে **সেনেগা** - θ ও **সিনোরিয়া মেরিটিক সক্কাস** θ।

চোখের পরিশ্রমে ঝাপসা দেখায় — **ইউরো** ৩০ দিনে ৪ বার এবং **রুটাজি** ২০০ দিনে ৩ বার ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ধুমপায়ীদের চোখের অসুবিধায় — **ফসফরাস** ৬ বা ৩০ দিনে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

দিনকানা — দিন কানা রোগে **বোথ্রপাস** ৩০ দিনে ৩ বার ব্যবহারে চোখের দৃষ্টি ভালো হবে।

রাতকানা — রাতকানা রোগে **ফাইজাগটিগমা** ৩০ দিনে ২বার ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যাবে। **রেড সোর ল্যাকোসিস** ৩০ দিনে ৪ বার বা **ইনসুলিন**- ৩০ দিনে ৪ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। **জিরেনিয়াম** θ, **আর্নিকা** θ, **কালেন্ডুলা** θ এবং **ইচিনেশিয়ার** θ চারটি ঔষধ ৫ ফোঁটা করে মিশিয়ে তা দিয়ে বেড় সোরের ক্ষত পরিষ্কার করলে ক্ষত সারে।

দাঁতের রোগ

দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে — দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধে **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** এর সঙ্গে **হেক্লালাভা** ৩x এর ১০ ফোটা মিশিয়ে রোজ দুবার করে বেশ কিছুদিন ব্যবহার করলে এনামেল ক্ষয় রোধ হবে।

দাঁত কড়মড় — অনেক শিশুই রাতে ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে। এটা সাধারণত ক্রিমির জন্যই হয়ে থাকে। তাই প্রথমে **সিনা** - ৩০, ২ফোঁটা করে দিনে সকালে ও সন্ধ্যায় দিন। এতে কাজ না হলে **সোমরাজ** θ ২-৩ ফোঁটা করে ৪বার বা **গ্লানেটাম** ২-৩ ফোঁটা ৪ বার করে কিছুদিন খাওয়ালে এই রোগ সারে।

আক্কেল দাঁত ওঠা ও না ওঠার কষ্টে — **ক্যালকেরিয়া ফস** ১২x, **ম্যাগনেশিয়া ফস** ১২x এবং **সাইলেসিয়া** ৬x এর ৩টি করে ট্যাবলেট এবং তার সঙ্গে **চেরিয়েন্থাস** ৩x দিনে ৩-৪ বার দিনে ৪ বার ২/৩ ফোঁটা ব্যবহাবরে আক্কেল দাঁত ওঠার কষ্ট দূর হয়।

দাঁতে পাইওরিয়ায় — **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ১২x, টার্মেনিয়া চিবুলা হেকলালাভা** ৩x ১ কাপ গরম জলে দিয়ে সেই জলে দিনে ৩ বার কুলকুচি করলে পাইওরিয়া সারে। এর সঙ্গে **মার্কসল** - ৩০ বা **ক্রিয়োজোট** - ৬ ব্যবহারেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

দাঁত টকে গেলে — খাবার সময় যদি দেখা যায় দাঁত টকে গেছে তবে তাকে **রোবিনিয়া** θ ১০-১৫ ফোঁটা খাবার পর দিলে দাঁত ঠিক হবে। দিনে ৩বার দিতে হবে।

নাকের রোগ

নাক ডাকা — ঘুমলেই যারা নাক ডাকে তাদের প্রথমে সপ্তাহে ১ বার করে **স্যাঙ্গুনেরিয়া** -১০০০ সঙ্গে **স্যাঙ্গুনেরিয়া** θ 5ml-10ml গ্লিসারিনের মধ্যে মিশিয়ে দিনে ৩ বার ৩-৪ ফোঁটা করে দিন আর তার সঙ্গে দিন **ওপিয়াম** 30 দিনে ৩ বার ২/৩ ফোঁটা। বেশ কিছুদিন ঔষধটি খেতে হবে।

নাক বন্ধে — সর্দিতে অনেকেরই নাক আটকে যায় তারা নাকের বদলে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। এরূপ অবস্থায় **নাক্সভমিক** - ৩০ বা **স্যাম্বুকাস** - ৬, দিনে ৪ ফোটা ৩ বার করে ৩দিন খেলে বন্ধ নাক খুলবে।

নাকের ক্ষততে — নাকের ক্ষততে **হিপার সালফার** ৩x রোজ ৪ বার ২/৩ ফোঁটা করে বা **হিপোজেনিনাথ** ৩০ বা **আরাম মেটলিকাম** ৩০ দিনে ৪ বার ২/৩ ফোঁটা প্রয়োগের নাকের ক্ষত দূর হবে।

নাক দিয়ে রক্ত পড়ায় — যদি আঘাত জনিত কারণে রক্ত পাত হয় তবে **ফেরাম ফস** - ৬x বা **আরনিকা মন্টেনা** - ৬, ১৫ মিনিট পর পর দিলে রক্তপড়া বন্ধ হবে। যদি অর্বুদ থেকে রক্তপাত হয় তবে **হ্যামাশেনিস** ৬ বা **ফসফরাস** ৩০ বা **ব্রায়োনিয়া** ৩০ দিনে ৩/৪ ফোটা করে ৩ বার ৭দিন সেবনে রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

মুখের রোগ

তোতলামি — **কস্টিকাম ২০০, ক্যালকেরিয়া** ৩০। ১ মাস ২ বার করে ২ফোঁটা।

মুখের ঘা — যে কোন মুখের ঘায়ে **কেলিমিউর** ১x তিন গ্রেন পরিমান দিনে ৪ বার গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ৭দিন খাওয়াতে হবে।

জিহ্বা বা মুখের ক্যানসারে — **কেলিসায়েনেটাম** ৩x, ১০ ফোঁটা দিনে ৩ বার।

স্ত্রী রোগ

জরায়ূর যে কোন রক্তস্রাবে — **ক্যালকেরিয়া ফস** ২০০ বা দুর্বার রসের সঙ্গে ১০-১২ ফোঁটা **ইরিজিরন** θ একত্রে মিশিয়ে আধ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে সেবনে ফল ভালো হয়। মাসিক চলাকালীন খাবেন না। মাসিকের ৭দিন আগে ও ৭দিন পরে ৩দিন সেবনীয়।

স্তনের ক্যানসারে — **এষ্ট্রিরিয়াস রিউবেনস্** ৩০। রোজ ৪ বার। **কার্বোএনিমেলিস** - ২০০ দিনে ৪ বার এবং **ফাইটোলক্কা** ২০০ দিনে ৪ বার দিলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

বন্ধ্যাত্ব — শুধু নারীরাই বন্ধ্যা থাকে না পুরুষদের ও বীর্যে শুক্রকীটের দুর্বলতায় নারী গর্ভবতী হয় না এর জন্য তাদের চিকিৎসা করার প্রয়োজন। যে সব পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম তাদের সকালে **অরাম মেট** - ২০০ এবং সন্ধ্যায় **সরোডোনিয়া** ও এবং তার সঙ্গে **থুজা**

- ২০০, রাতে ১ ফোঁটা করে বেশ কিছুদিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। **ক্যালকেরিয়া ফস** ৩x / ৬x / ২০০, **আর্নিকা** -২০০, **সিফিলিনাম** - ২০০/ ১m প্রয়োগেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোকদের বন্ধ্যাত্বে দূর করতে **অশ্বগন্ধ্যা** θ, **এলিট্রিস ক্যারিনোসা** θ, **স্যাবাইনা** θ, **স্যাবাপ সেরু** θ, প্রতিটির ১০ ফোঁটা করে সকালে ও সন্ধ্যায় সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। এর সঙ্গে খেতে হবে **ওভারী** ৩x , **এগনাস ক্যাকটাস** ৩০, ২০০, **নেট্রাম মিউর** ২০০, 1m , **মেডোরিনাম** 1m , **সিফিলিনাম** 1m , মাঝে মধ্যে খেলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

পুরুষের রোগ

গণোরিয়া — **৩ লিয়াম সেন্টেল**- θ **গণোককাস**-৩০, **ক্যান্থারিস** প্রভৃতি ঔষধে ভাল ফল পাওয়া যায়। ৪৫দিন ৪ ফোটা করে দুবার।

স্বপ্নদোষ — **স্যালিকম নাইগ্রা** θ ১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। ১৫দিন।

গোঁফ দাড়ি দেরীতে ওঠা — গোঁফ দাড়ি ওঠার বয়স হয়ে গেছে অথচ গোঁফ দাড়ি উঠছে না এমন অবস্থার **নেট্রাম মিউর** -২০০ এর সঙ্গে **টেস্টিস** - ৩x বেশ কিছুদিন খেলে এই সমস্যার সমাধান। দিনে ২ বার ২ ফোঁটা করে খেতে হবে।

গোঁফ, দাড়ি, মাথার চুল উঠে টাক পড়ে গেলে — **ব্যাসেলিনাম** ১m মাথায় মেখে আধঘন্টা বাদে মাথায় শ্যাম্পু করুন বা **আর্সেনিক এলবা** -৩০ । মাসখানেক ২ বার এই ঔষধ প্রয়োগে টাকে চুল গজাবে। আর গোঁফ দাড়ি গজিয়ে ওঠার জন্য **নেট্রাম মিউর** ৬x বা ৩/৪ ফোঁটা **নেট্রাম মিউর ট্যাবলেট** - ২০০x ৪টি দিনে ২ বার সেবনে গোঁফ দাঁড়ি গজাবে।

পুরুষদের গণরিয়ায় — **গনোক্কাস** -৩০ একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ। **ক্যাবিস স্যাট**-৬, ও **ভেসিকেরিয়া** θ ৮-১০ ফোটা দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল দেয়। এর সঙ্গে খেতে হবে **ওলিয়াম সেন্টাল** ৬, ১ফোঁটা দিনে ৩ বার। এই রোগের আরও কয়েকটি উলেখযোগ্য ঔষধ হল— **এমিড নাইট** (৩০-২০০) **থুজা** (৩০-২০০), **মার্কসল** - (৩০-২০০), ১ফোঁটা দিনে ১বার **পালসেটিলা** (৬-৩০), দিনে ৩ বার।

হার্ণিয়া — শরীরের যে কোন জায়গাতেই হার্ণিয়া হোক না কেন তাকে **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব** ২০০ দিনে ১ ফোঁটা করে বেশ কিছুদিন খাওয়ালে রোগ সারে। হার্ণিয়া যদি ডান দিকে হয় তবে তাকে দিন **লাইকোপোডিয়াম** θ - দিনে ৪ বার ১০ফোঁটা করে। বাম দিকে হলে **নাক্সভোমিকা** - ২০০। তার সঙ্গে **লাইকোপোডিয়াম** θ হার্ণিয়াতে লাগান।

অন্যান্য রোগ

মূত্ররোধ — **নেট্রাম ফস**- ৩ x, **ম্যাগফস**- ৩ x, **নেট্রাম সালফ**- ৩ x ১০ মিনিট অন্তর ৩ টি ট্যাবলেট গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে ২ ঘন্টা অন্তর ৩ দিন সেবন করলে প্রস্রাব হবে

অসাড়ে মূত্রে — কষ্টিকাম ২০০ বা ইকুইজেটাস ৩০, ১ফোটা করে দিনে ও রাতে দুবার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ইলেকট্রিক শক — ইলেকট্রিক শক লাগলে **কফিয়া ২০০ বা ম্যাগফস** ৬X ৪টি দানা খান। ৩বার ৩দিন।

বাধক বেদনায় — ম্যাস ফস এবং ক্যালিফস ১০ ফোঁটা করে এক ঘণ্টা অন্তর সেবনে বেদনা নিরাময় হয়। ৭দিন খান।

পুড়ে যাওয়া — ক্যানথারিস ৩০ খেতে দিন আর কান্থারিস θ ১ **ড্রাম, মার্কক্রোম আধ আউন্স** মিশিয়ে পোড়া ঘায়ে লাগান। ঘা না শুকনো পর্যন্ত লাগাতে হবে।

ইদুঁরে কামড়ালে — হাইপোরিকাম ও লিডামপল্ ২০০ ১ ফোটা করে ২ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বিড়ালে কামড়ালে — প্রথমে দিন **লোডাম-২০০** পরে **এ্যাসিড এ্যাসেটিক ২০০** দিনে ২ বার।

পোড়া ঘায়ে — কান্থারিস-৬ এবং কান্থারিস অয়েল প্রয়োগে ভালো ফল হয়। দিনে দুবার।

সাপে কাটা — সাপে কামড়ালে যে কাজটি সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন তা হল আক্রান্ত জায়গার উপরে ও নীচে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তারপর সেই ক্ষত ফিটকারী, সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে কিছুটা রক্ত চেপে বের করে সেখানে **ক্যালেন্ডুলা** θ, এবং **ক্যাসিয়া সোফেরা** θ, দিয়ে পরিষ্কার করতে করুন। সাপ যদি পায়ে কামড়ায় তবে বিষ যাতে উপরে উঠতে না পারে সেজন্য থাইয়ের কাছে হাঁটুর নিচে বাঁধন দিন। যদি হাতে কামড়ায় তবে কনুইয়ের বাঁধন দিন। বাঁধন এমনভাবে দেবেন যাতে তাতে আঙুল ঢোকানো যায়। ১০-১৫ মিনিট অন্তর বাঁধন একটু আলাগা করে দিতে হবে। অনেকে ক্ষত স্থান চিরে দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত চুষে বের করে থাকেন এটা না করাই ভালো। কারণ রক্ত যদি একটু মুখ থেকে ভিতরে চলে যায় তবে বিষ ক্রিয়ার রোগীর মৃত্যু হতে পারে। তাই রোগীকে **অ্যান্টিভেনাস ইনজেকশান** দেওয়া রোগের প্রকৃত চিকিৎসা করতে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। আর একটা কথা মনে রাখবেন-- আমাদের দেশের সাপের শতকরা ৯০ ভাগই বিষহীন। কিন্তু অনেকেই তা জানে না। তাই সাপে কামড়ালে অনেকে ভয়েও মারা যায়। মাথায় বিষ উঠে গেছে দেখলে অনেকে জ্যান্ত রোগীকে মারা যাবে বলে এক সময় জলে কলার ভেলায় করে ভাসিয়ে দিত। এমন রোগীকে অনেক গুলি বাচিয়ে দিয়েছে এ দৃষ্ঠান্তও আছে। বিষধর সাপে কামড়ালে দুটো দাঁতের দাগ বসে এবং সেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ে আর ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

যদি কেউটে বা গোখরো সাপে কামড়ায় তবে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। জ্বর হয়, বমি হয়, মাথা ঘোরে. নাক, মুখ দিয়ে, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপড়ে

শ্বাসকষ্ট হয়। রোগী প্রাণ হারায়। যদি চন্দ্রবোড়া সাপে কাটে তবে কিডলি সবচেয়ে বেশি জখম হবে।

সাপে কাটার পর ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে যদি এন্টিভেনাস ইনজেকশান দেওয়া যায় তবে রোগীর জীবন হানির আশঙ্কা কম থাকে। সাপে কাটা রোগীকে বিষ নেমে যাওয়ার পরেও ডাবের জল, ফলের রস বা দুধ খেতে দেবেন না।

কেটে গেলে — **ক্যালেন্ডুলা** θ এবং **ফেরাম ফস** ১ X দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মেদ বৃদ্ধি করতে — ঘি, মাখন, ছানা, মাংস, ডিম, পাকা মাছ খান আর তার সঙ্গে **ক্যারিকা পেপিয়া** θ **আলফালফা** θ এবং **মেবানসেরু** θ প্রতিটির ৫/৬ ফোটা দিনে ৩বার এবং সঙ্গে **ফাইবকাস** - ৩X ট্যাবলেট ৩ বার খেলে মেদ বাড়বে।

মেদ কমাতে — চর্বি জাতীয় খাদ্য বর্জন করতে হবে। **ক্যালোট্রপিস** θ **ফিউকাস ভেসিকিউলস** θ ১০/১২ ফোটা দিনে তিন বার খেতে হবে। এর সঙ্গে **ফাইটোলক্কা বেরি** ট্যাবলেট দিনে দু-বার মাস খানেক খেলে মেদ কমবে।

বৃদ্ধদের রাতে বেশিবার প্রস্রাব হলে — অধিকাংশ বৃদ্ধদেরই দেখা যায় রাতে বার বার প্রস্রাব করতে যাচ্ছেন। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে রাতে কম জল পান করতে হবে এবং **কার্বলিক এসিড** - ৬ বা **অ্যাসিড** ৩X রোজ তিন বার করে ৪/৫ ফোঁটা বেশ কিছুদিন খেতে হবে।

রক্তে ইউসিনোফিল বৃদ্ধিতে — **স্ট্যাসাম আয়োড** -৩X বা **আর্সেনিক** আয়োড - ৩X বেশ কিছুদিন ৩ ফোটা করে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রক্তে ESR বেশি থাকলে — **আর্সেনিক এল্ব** - ৩০ ১ ফোঁটা দিনে ৩ বার করে বেশ কিছুদিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

রক্তে সুগার বৃদ্ধিতে — **আব্রোমা আগস্ট** θ, **জিমনেমা সেলভিস্টা** θ, **সিফালেন্ড্রা ইন্ডিকা** θ **সিজিয়িমাস জাম্ব** প্রভৃতি ঔষুধের প্রতিটির ৫-৬ ফোঁটা মিশিয়ে দিনে ৩ বার খেলে সুগার কমবে। যদি এতে তেমন কাজ না হয় **নেট্রাম সালফ** ৬X এর ৪ টে টাবলেট দিনে ৩বার করে খেতে হবে। তবে যদি এর কোনটাতেই তেমন কার্যকারী না হয় তবে দিতে হবে **আর্সেনিক ব্রোবাইড়** θ দিনে ৮-১০ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর বেশ কিছুদিন।

রক্তে ইউরিয়া বৃদ্ধিতে — রক্তে যদি ইউরিয়া বৃদ্ধি পায় তবে গা হাত পা ফুলবে। এরজন্য সবচেয়ে ভালো কার্যকারী ঔষধ হল **এপোসাইনাম** θ এবং **এপিস** θ। দিনে ৫/৬ ফোটা করে ৩ বার ৭দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। **ইউরিয়া** - ৩০ বা **ইলসেরাম** θ দিনে ৩ বার করে ৭দিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধিতে — রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পেলে **এলিয়াম স্যাট** θ ১০-১২ ফোটা প্রতিদিন ৩ ঘন্টা অন্তর বেশ কিছুদিন খেলে রোগ নিরাময় হবে।

ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার ভয়ে — ছাত্র/ছাত্রীদের অনেকেরই পরীক্ষায় ভীতি দেখা দেয়। এথেকে মুক্ত হতে পরীক্ষায় বেশ কিছুদিন বেশ কিছুদিন আগে থেকেই **আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম-২০০ এবং এনাকার্ডিয়াম** - ৩০ রোজ ৩ বার করে ৩/৪ ফোটা খেলে পরীক্ষার ভীতি কাটবে। **এ্যাসিড পিকরিক - ২০০ বা সাইলেসিয়া ২০০** ও খুব ভালো ঔষধু। এই ঔষধ প্রয়োগেও ছাত্র/ছাত্রীর পরীক্ষায় ভীতি দূর হয়।

আত্মহত্যার প্রবণা — আজকাল যুবক/যুবতীদের মধ্যেই খুব বেশি করে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে **আরমেট - ১০০০** এবং **কেলিফস ১২x** দিনে ৪টি করে ট্যাবলেট খেলে মন শান্ত হবে। আত্মহত্যার ইচ্ছা দমন হবে।

সহজে পা মচকানো — যাদের প্রায়ই পায়ের গোড়ালি মুচকে যায় তারা যদি **ষ্ট্রেনসিয়াকার্বো** - ৩০, ২/৩ ফোটা দিনে ৪ বার করে খায় তবে পা মচকানো লাঘব হবে।

ঠুনকো — ঠুনকো রোগের সবচেয়ে ভালো ঔষধ হল **মিউরেক্স** - ৩০ দিনে ৩বার করে ৭দিন খান। **এস্টিরিয়া রুবেন্স** - ৬ দিনে ১ ফোটা করে ৩ বার করে ৭দিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। **ব্রায়োনিয়া-৩০**, র সঙ্গে **ফাইটোলক্কা** - ৬, মিশিয়ে দিনে ৩বার করে ৭দিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ট্যারাতে — যাদের চোখ ট্যারা তারা যদি **জেলসিমিয়াম** -৩০ ও **সিনা** -৩০ দিনে ১ ফোঁটা করে ৩দিন খেলে রোগ ভাল হয়।

টাক — চুল পড়ে টাক পড়ে গেলে **থিলিয়াম** - ৩০ **এবং অ্যাস্টিলাগো-২০০** মাস তিন ব্যবহার করলে **অ্যাস্টিলাগো** - ২০০ মাস তিন ব্যবহার করলে টাকে চুল গজায়।

করনারী থ্রম্বাসিস — রোগের শুরুতেই **একোনাইট-৬** এর সঙ্গে **আর্নিকা** -৬, প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ২/৩ ফোঁটা করে দিতে থাকুন। এরপর দেবেন **অর্জুন**- θ **ক্যাকটাস গ্ল্যানি** θ, **স্ট্রমেনথাস** θ এর ৮-১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার দিন। রোগী এতে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় তবে দিন **জেলসিমিয়াম -২০০, ল্যাকোসিস** -২০০ এবং **ওপিয়াম-২০০** দিনে ১ বার।

কোল্যান্স ক্র্যাটিগাস θ ৮-১০ ফোঁটা এবং **কার্বোভেজ** -৩০, ১ ফোঁটা প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর খেতে হবে এবং হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় গরম সেক দিতে হবে।

মাম্প্স — মাম্পসের ফোলাটা ডান দিকে হলে দিতে হবে মার্ক **প্রোটোঅয়েড** -৬, ৭দিন ২ ফোঁটা করে ৩-৪ বার। যদি এই ব্যথাবাম দিকে হয় তবে তাকে দিন **মার্কবিন আয়োড** -৬ দিনে ৩-৪ বার ২ ফোঁটা করে। সঙ্গে দিন **পেরোটিডিনাম** -২০০ দিনে ৩বার। যদি মার্ম্পসের জায়গাটা প্রচণ্ড লাল থাকে তবে সেই রোগীকে দিতে হবে **বেলেডোনা-৩০** দিনে ৪ বার। মাম্পসের আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধ **ল্যাকোসিস** -২০০ এবং **কার্বোএনিমেলিস** - ২০০।

প্রস্টেট্ গ্ল্যান্ড — যদি গ্ল্যান্ড বড় হয়ে গিয়ে প্রস্রাব করতে অসুবিধা হয় তবে সেই রোগীকে **পপুলাস টার -৩ এবং স্টিগমাটা** ও ৩০ - ২/৩ ফোঁটা দিনে ৪ বার দিলে উপকার

হবে। এছাড়া প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের জন্য আর যে সব ওষুধে উপকার পাওয়া যাবে সেগুলি হ
থুজা - ২০০ রাতে শোবার আগে বেশ কিছুদিন ১ ফোঁটা করে। **বার্বারিস ভালগারিস θ** এব
সেবান সেরুলেটা θ ৮/১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার বেশ কিছু দিন।

বি-কোলাই — বি-কোলাইয়ের প্রথম অবস্থায় **বি-কোলাই ৩০ বা ক্যান্থারিস** ৩০
দিনে ৩/৪ ফোঁটা করে ৪ বার। যদি প্রস্রাব করার সময় খুব বেশি জ্বালা করে, বার বার প্রস্রা
হয়, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় প্রতিবারই হয় ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় প্রতিবারই লঙ্কা বাটার ম
জ্বালা করে তবে সেই রোগীকে দিতে হয় **ক্যাপসিকাম -৩০** দিনে ৩ ঘন্টা। অন্তর ৪ বা
প্রস্রাবের শেষ ভাগে জ্বালা থাকলে দিন **সার্সাপ্যারিলা ৬**, ৩ ঘন্টা অন্তর ৪ বার। ফোঁটা ফোঁটা
প্রস্রাব, জ্বালা এবং সঙ্গে রক্তপাত ঘটলে দিতে হবে **টেরিবিন্থিনা ৬ বা ৩০** দিনে ৩ ঘন্টা
অন্তর।

গলায় বা শরীরের কোন জায়গায় কাঁটা ফুটলে — সাইলেসিয়া ৩০ এবং
এনাগেলিস ৬, ২ ঘন্টা অন্তর ২-৩ ফোটা খেলে গলার কাটা বা শরীরের অন্যান্য স্থানের কাটা
গলে যাবে।

পান খেয়ে চুনে জিভ পুড়ে গেলে — কস্টিকাম-৩০ ২ ঘন্টা অন্তর ২/৩ ফোটা বার
চারেক খেলে ভালো ফল পাবেন।

খাবারে বিষাক্ত কিছু পড়লে — খাবারে বিষ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া -অজ্ঞাতে
সেই খাবার খেয়ে যদি কেউ পায়খানা করে, বমি করে তবে তাকে দিন **অ্যাকোনাইট θ** , ৪-
৫ ফোঁটা ২ ঘন্টা অন্তর। অন্যান্য প্রতিক্রিয়ায় বিষনাশ করতে দিন **কার্বোভেজ ৩০, আর্সেনিক
-৩০, চায়না ৩০,** রোগের লক্ষনবুঝে এগুলি প্রয়োগ করবেন।

মদপানের নেশা কমাতে — অ্যাঞ্জেলিকা θ ,১৫-২০ ফোটা দিনে ৩ বার কুয়ারকাস
গ্ল্যান্ডিকাম, সিপিরাইটাস θ , ১৫-২০ ফোটা দিনে ৩ বার বেশ কিছু দিন খাওয়ালে মদের
নেশা কাটে।

চা পানের কুফলে — অধিক চা পানে যাদের লিভার খারাপ হয়, ক্ষুদা লাগে না
তাদের **থিয়া ২০০** দিনে ১ বার বা **এবিসনাইগ্রা -৬** দিনে ২/৩ ফোটা করে ২ বার খাওয়ালে
সুফল পাবেন।

তামাক খাওয়ার নেশা কমাতে — ক্যালেডিয়াস ও বেশ কিছুদিন দুবার। এবিস
নাইগ্রা ৩, ২বার, সেবনে তামাক খাওয়ার নেশা কমবে, তামাক খাওয়ার জন্য হার্টের অসুখ
হলে দিনে **টেবেকাম ২০০** দিনে বার। **স্ট্রোফ্যানিয়াস** - θ , দিনে ১০ ফোঁটা দিনে ৩বার।

তামাক খাওয়ার জন্য চোখের ক্ষতিতে — দিন **ফসফরাস ৩০** দিনে ২ বার।

ঘামের জন্য জামাতে হলদে দাগ হলে **ফাইস্যালস ২০০** দিনে একবার বেশ কিছুদিন
সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ক্যানসার — যদিও ক্যানসার রোগ ঠিক কি কারণে হয় তা এখনও নিরূপিত হয়নি তথা ডাক্তারগণ ও গবেষকগণ নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিরিখে দেখেছেন যে, মুখের ক্যানসারের জন্য পান, সুপারী, দোক্তা, খৈনী, সিগারেট, বিড়ি, থেকে মুখের ক্যানসার হয়। পান, সুপারি, দোস্তা ও খৈনী অতিরিক্ত ব্যবহারে মাড়ি অমসৃণ হয়। যেখানে ময়লা জমে, মাড়ির এই ময়লা জিভে, মুখে লেগে আবার অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে জিভে, ঠোঁটে, ফুসফুসিতে ক্যানসার হতে পারে। আবার খাদ্যের মধ্যে আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড হয় গলগন্ড রোগীদের থাইরোডে ক্যানসার হয়। খুব বেশি মাত্রায় এক্স, আনবিক বিকিরণ, বেশি মাত্রায় হর্মোন জাতীয় ঔষধ সেবন এবং টিনে আবদ্ধ ফুড সেবনে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মেয়েদের প্রায়ই স্তনে ক্যানসার হয়· এর কারণ মায়ের সৌন্দর্য হানির ভয়ে সন্তানদের স্তন্য পান করাতে চান না। দুধ জমে গিয়ে তাদের যেখানে টিউমার হতে পারে তাতে ক্যানসার হয়।

ক্যানসার রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো অনেকদিন ধরে ক্ষত থাকবে বা ঘা, অস্বাভাবিক রক্তস্রাব, পুরনো কাশি, দীর্ঘদিন স্বরভাঙা, তিল ও আচিলের রঙ পরিবর্তন ও বৃদ্ধি, অক্ষুধা, মলমুত্র ত্যাগের অনিয়ম, শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ গুটি, মেয়েদের স্তনে একটা গুটি দেখা গেল। সেটা চেপে ধরলে সরে গেল আবার জায়গা মত হল। এরূপ ডাক্তারের কাছে পরীক্ষার জন্য যাওয়া উচিত।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী এর চিকিৎসা হয় এবং শরীরের এক এক জায়গায় ক্যানসারে এক এক রকম ঔষধ ব্যবহার হয়।

জরায়ূর ক্যানসারে জ্বালা হ্রাস করতে **কাসিনোসিন** θ ৮/১০ ফোটা দিনে ৪ বার। রক্ত পড়তে থাকলে দিতে হবে **আষ্টিলেগো** θ দিনে ৪ বার। এছাড়া **অরাম মিউর নেট** - ৩, **ইচিনেসিয়া** θ এবং **ফুলিগো লিগ্নি** ৬x এই রোগের খুব প্রয়োজনীয় ঔষধ।

মূত্রযন্ত্রের ক্যানসারে — গেলিয়াম অ্যাপরিন θ দিনে ৪ বার।

যকৃতের ক্যানসারে — কোলেস্টেরিনাম ৩x দিনে ৪ বার, **মাইরিষ্টিকা** θ দিনে ৪ বার। **হাইড্রাসটিস** θ ৪বার।

ফাইলেরিয়া — এ রোগে **আর্সেনিক এল্বা - ৩০, ক্যাপসিকাম - ৩০**, দিনে ২-৩ বার খেলে ভালো হয়। **হাইড্রোকোটাইল** θ, ১০-১২ ফোঁটা দিনে ৩ বার খেলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ২০০x** , **ফেরাম ফস** ২০০x , **মাইরিস্টিকা** θ , **সাইলেমিয়া** ২০০x ,এর ২টি করে ট্যাবলেট প্রতিদিন ৪ বার করে ১ মাস খেলে এই রোগ থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়।

হতাশা বা অবসাদ — এই মানসিক হতাশা ও অবসাদ দূর করার সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন তা হল রোগির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা আর তাকে বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আগামী দিনের আশার আলো দেখানো। এই হতাশা কাটাতে যে সব হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায় সেগুলি হল **আরামমেট ২০০** বা **ইগ্নোসিয়া ২০০** বা

জেলিসিমিয়াম ২০০ এর যে কোন একটি ঔষধ বেশ কিছুদিন ধরে খাওয়ান সঙ্গে দিন এসি ফস θ। রোজ ২ ফোটা করে ৪ বার খাওয়াতে হবে।

নেফ্রাইটিস — এই রোগে ঔষুধের চেয়ে যেটি বেশি প্রয়োজন তা হল রোগিকে নুন আমিষ জাতীয় খাদ্য খেতে দেওয়া চলবে না। শিশুদের যদি এই রোগে হয় তবে তাদের দিতে হবে দুধ ভাত সঙ্গে **অক্সিডেনড্রন** θ ১৫ ফোট এবং **এপোসাইনাম** θ ১৫ ফোটা দিনে ৪ বার তার সঙ্গে খাওয়াতে হবে **ব্রাকি গ্লটিস ৩০ বা ভেসিকেরিয়া** θ ৭ দিন ৪ বার করে। রোগী পুরনো হলে সেই রোগীকে দিতে হবে - **অরমমেট** - ২০০, **আর্সেনিক এল্ব** - ২০০, **কেলিকা** - ২০০, **লাইকোপোডিয়াম** - ২০০, দিনে ৪ বার। তা ছাড়া **কেলিমিউর ৩x** এবং **নেট্রামফ** ৩x এর ৬টি ট্যাবলেট দিনে ৪ বার, প্রস্রাব ঠিক রাখতে দিতে হবে- **বার্বারিসভাল** θ **স্যাবাল সেরুলেটা** θ এর ১০ ফোঁটা করে কুড়ি ফোঁটা।

কয়েকটি বিশেষ স্ত্রীরোগ ও তার মেডিসিন ও চিকিৎস

ঋতুবন্ধে ভারতীয় সুস্থ সবল নারীদের ঋতু বন্ধ হয় সাধারণত ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে তারা নানারূপ রোগে ভোগে। যেমন - মাথা ঘোরা, মাথায় যন্ত্রণা, হৃদস্পন্দন, অজীর্ণ, অর্শ, হিস্ট্রিরিয়া, সূতিকা, বাত, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভচ্যুতি প্রস্রাব প্রভৃতি।

সূতিকা রোগ — প্রসবের পরেই মেয়েদের এই রোগ হয়। এই রোগে প্রবল জ্ব হতে পারে, পেটের গোলমাল লেগে থাকে, মুখে অরুচি হয়, শরীর দূর্বল হয়।

প্রসবের পরে যদি পেট ভারবোধ হয়, তলপেটে বেদনা থাকে, প্রবল জ্বর হয়, নাড়ির গতি দ্রুত হয় তবে সেই রোগীকে **ফেরাম ফস - ৩০ বা ২০০** দিনে ৩ বার ১ ফোঁটা করে ৭ দিন সেবনে রোগ নিরাময় হবে।

প্রসবের পর যদি রোগিনীর প্রায়ই জ্বর হয় তখন তাকে **পাইরোজেন** ৩x বা ৩০ ২/৩ ফোঁটা করে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সূতিকা জ্বরে যদি রোগিনী জ্ঞান হারায় তবে তাকে **ওপিয়ম** ৩x - ৩০, ১ ফোটা করে ৭দিন দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন সূতিকা রোগে ভুগে যদি কারও উন্মাদ রোগ দেখা দেয় তবে তাকে **ক্যালিফস ৩০-২০০ শক্তি** ১ ফোঁটা দিনে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের রোগ — মাসিক হবার পূর্বে যদি স্তনে বেদনা হয়, আবার স্রাব আরম্ভ হলেই তা কমে স্তনের বোঁটা জ্বালা জ্বালা করে, ঘা হয়, স্তন দুগ্ধ শুকিয়ে যায় তবে সেই রোগিনীকে **ল্যাক-ক্যানাইনাম-৬-২০০** দিনে ৩বার ১ ফোঁটা করে দিলে রোগ নিরাময় হয়।

যদি ডান স্তনে তীব্র বেদনা হয় — তবে তাদের **গ্রাটিওলা** -৩x -৩০ দিনে ৩বার ১ ফোঁটা করে দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। ৭দিন সেবন করতে হবে।

যদি স্তনের বোটায় বেদনা ও ভিতরে ঘা থাকে — তাদের **প্যারাফিন** - ২x ২০০ দিনে ৩বার ৭দিন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

যাদের ঋতুর সময়ে স্তন ও বোটা ফোলে আর স্রাব নির্গত না হয়ে স্তনে দুধ আসে তাদের **মার্কসল** ২x-২০০ দিনে ১ ফোঁটা করে তিন বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

স্তন পান করার সময় স্তনে যদি তীব্র বেদনা হয়, আর ঐ বেদনা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তবে সেই রোগিনীকে **ফেলান্ড্রিয়ম ৬ দিনে** ১ ফোঁটা ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যাদের স্তনে দুধ কম থাকে তাদের দুধ বৃদ্ধির জন্য **চিমাফিলা** ৩x দিনে ৩ বার ২/৩ ফোঁটা করে অন্ততঃ ২ সপ্তাহ সেবন করতে হবে।

স্তনের টিউমারে — নিয়মিত ১ মাস **ফাইটো, কোনি, ক্লিমে, কার্বো এনি, গ্রাফো** ৩x - ৩০ - ২০০ দিনে ৩ বার করে প্রয়োগে রোগ নিরাময় হয়।

স্তন ফাটায় — যাদের স্তনবৃন্ত ফাটা থাকে তাদের **পেট্রোলিয়ম, ফাইটোপাক্কা, গ্রাফো** - ৩x -৩০ প্রভৃতি ঔষধ দিন ১ ফোঁটা করে ৩ বার ১৫দিন ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের ক্যানসারে — **কার্বোএনি, আর্স, এষ্টিরিয়াস, বিউফো** প্রভৃতি ঔষধের ৩০-২০০ শক্তি ১ ফোঁটা করে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ক্ষুদ্র স্তনের বৃদ্ধিতে — স্তনের সৌন্দর্য ও ক্ষুদ্রতাকে বৃহৎ করতে **সার্স** (৩০) **কোনিয়ম** (৩০) **আয়োড** (৩x) প্রভৃতি ঔষধ দিনে ৩ বার মাসধিক ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জরায়ূর জ্বালায় — যদি ঠাণ্ডা লেগে জরায়ূতে জ্বালা হয় তবে তাকে **একোনাইট** ৩x ১ফোঁটা করে দিনে ৩ বার করে দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ূ যদি শক্ত, বড় এবং প্রসবের পরেও সঙ্কুচিত না হওয়া — এই লক্ষণে সেই রোগিনীকে **বেলেডোনা** ৩x , **সালফার** ৩০, **সিপিয়া** -২০০ দিনে ১বার ১ফোঁটা করে সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুর টিউমার বা ক্যানসারে — **হাইড্রোষ্ট্রিনাম** - ৩x , **ক্যালকেরিয়া আয়োড** - ৩x, **আর্স আয়োড** -৬, দিনে ৩বার করে প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

অনিয়মিত মাসিকে — সাধারণ সুস্থ দেহের মেয়েদের ২৮দিন অন্তর মাসিক হয়। যদি তা আগে বা পরে হয় তাহলে তাকে প্রথমে দিতে হবে **কোনায়াম** ৬ তাতে কাজ না হলে **পালসেটিলা** ৬, **চায়না**-৬, **পডোফাইলাম** -৬, ১ফোটা ৩ বার করে সেবনে নিয়মিত মাসিক হবে। প্রথম মাসিকে বিলম্ব প্রথমে **পালস**-৬ **পরে সালফার** (৩০) দিনে ১ বার ১ ফোটা করে ৩০দিন সেবনে ফল পাওয়া যাবে।

শ্বেতস্রাবে — কৃমি, ঠাণ্ডা, লাগা, উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ, অধিক সঙ্গম প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। যে কোন প্রকার শ্বেতস্রাবের জন্য **পালসেটিলা** -৬ বা **ক্যালকেরিয়া কার্ব** -৩০ ৩ ঘন্টা অন্তর ১ ফোঁটা ৭দিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ঋতুবন্ধে — ঋতুকালে স্রাব হতে হতে হঠাৎ যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তাকে দিতে,

ব্রায়োনিয়া -৩, ফসফরাস -৩০, লাইকোপোডিয়াম-৬, ক্যালকেরিয়া -৬, প্রভৃতি ওষধের কোন একটি দিনে ২ ফোটা করে ৪ বার।

ঋতু বন্ধের পর পর ঋতুবন্ধের পর যদি স্নায়ুবিক রোগ দেখা দেয় তা দিতে হবে — **স্যাঙ্গুইনরিয়া** ৩x। কোষ্ঠকাঠিন্য বা অর্শ হলে - **সালফার** -৩০, ঘাম প্রস্রাব প্রচুর হলে - **জ্যাবোরেন্ডি** ২x, অজীর্ণতায় - **পালসেটিলা** -৬, ১ফোঁটা করে দিনে বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুর স্থান চ্যুতিতে — যদি রজঃস্রাব নির্গমনে কষ্ট হয়, প্রস্রাবের বেগ বৃদ্ধি পা প্রস্রাবের বদলে শ্বেত প্রদর নির্গত হয়, তবে সেই রোগিনীকে **বেলেডোনা** ৩x দিনে ৩ব ৭দিন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুর স্ফীতিতে — যদি জরায়ু ফুলে ওঠে তবে সেই রোগিনীকে **অরমমিউর** -৩, **সিপিয়া** -৬, ১ ফোঁটা করে দিনে ১বার দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

আঘাত জনিত কারণে জরায়ু স্থানচ্যুতি ঘটলে — **আর্নিকা** ৩x তিন ফোটা ক ২ বার নিয়মিত সেবনে সুফল পাওয়া যাবে শ্বেত প্রদরের ফলে জরায়ূর স্থানচ্যুতি ঘটে **এ্যাকোনাইট** -৬, নিয়মিত ১ ফোটা করে দিনে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুতে পচন ধরলে — **আসেনিক** -৬, **কার্বোভেজ** ৬-৩০, **ক্রিয়োজেট** -৬ **সিকেলিকর** ৬ - ৩০, নিয়মিত ১ ফোটা করে দিনে তিন বার খেলে রোগ নিরাময় হবে।

জরায়ূর বেদনাতে **ম্যাগ্নেসিয়া মিউর্যাটিকা ৩, বা সিমিসিফিউগা** ৩x দিনে ৩ বার ফোটা করে ৩ দিন। খেলে বেদনা কমবে।

জরায়ূর রক্তস্রাবে — যদি জরায়ুতে অধিক রক্তস্রাব হয় তবে **হ্যামোমোলিস** ১x বা **ইপিকাক** -৩x ১ ফোটা করে দিনে ৪ বার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে।

সহবাসের ফলে বা আঘাত জনিত কারণে যোনি থেকে রক্তস্রাব হলে — **আর্ণিকা** ৩০ তিন ঘন্টা অন্তর ১ফোঁটা ৪ বার সেবনে সুফল পাওয়া যাবে।

যোনির চুলকানিতে — যোনিতে চুলকানি হলে **আর্সেনিক-৩০, সালফার** -৩০ **মর্কিরিউয়াস -৩০, নাইট্রিক অ্যাসিড - ৩০**, যে কোন একটি ঔষধ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে।

যোনি কঠিন হলে — **বেলেডোনা -৩, কোনায়াম-৬**, নিয়মিত ৩ বার ২/৩ ফোঁটা করে মাসাধিক খেলে রোগ নিরাময় হবে।

যোনিতে নালি ঘা হলে — **সিপিয়া -৬, ল্যাকেসিস - ৬**, এর ২/৩ ফোঁটা রোজ বার করে ব্যবহার ভালো ফল পাওয়া যাবে।

স্তনের পরিপুষ্টতায়— প্রথমে শরীরের অন্যান্য চিকিৎসা করাতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য। খেতে হবে। অলিফা অলিফা টনিক খেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে **লেসিথিন** ৩x ৩-৪ ফোঁটা দিনে ৩ বার। তার সাথে খেতে হবে সকালে **স্যাব্যাল সেরুলেটা** ২০ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর।

যৌবন অটুট রাখতে— আলফা আলফা θ, অশোকা-- θ, অশ্বগন্ধ্যা—θ হেলোনিয়াস θ ওষধ গুলরি প্রত্যেটির ৫ ফোটা করে নিয়ে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের অসাভাবিক বৃদ্ধিতে— চিমাফিলা-৬ নিয়মিত দিনে ৩ বার ৫/৬ ফোটা খেলে স্তনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়।

বন্ধত্ব নিবারনে— নেট্রাম মিউর–৩০, ফসফরাস-৬ কোনিয়াম-৩০, বোরাক্স-৬ এই ঔষধগুলির যে কোন একটি রোজ ৩ বার ১ফোঁটা করে মাসিকের ৭দিন আগে ও ১০ দিন পর নিয়মিত মাস খানেক খেলে রোগ নিবারন হয়।

লুপ ব্যবহারের অসুবিধায় — লুপ ব্যবহারের ফলে যদি রক্তশ্রাব বেশি হয় তবে **ইরিজিরন-** θ, বা **জিবেনিয়াম মেক্স বা মিলিফোলিয়াম** θ বা স্যাবাইনা- θ র যেকোন একটি ঔষধের ১০-১৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার খেলে রক্তপাত বন্ধ হবে। সঙ্গে খেতে হবে **ফেরামফস-** ৩X এর ৪টি করে ট্যাবলেট ৪ বার। যদি লুপ ব্যবহারে অসুবিধা হয় হবে **অর্নিকা-** ৩০ বা **লিডাম পল**-৩০, বা **হাইপেরিকাম**-৩০ যে কান একটি ঔষধের ৮-১০ ফোঁটা দিনে ৩বার খেলে অসুবিধা দূর হয়।

সিজারিয়ান বা লাইগেশনের পর অসুবিধা— সিজারের পর যদি শারীরিক অসুবিধা দেখাদেয় তবে যান **স্টাপিসেগ্রিয়া-** ২০০, ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ১ বার এবং **হাইপেরিকাম-** ৩০ দিনে তিন বার বেশ কিছু দিন খেলে লাইগেশনের পরে যে সব অসুবিধা দেখা দেয় তা দূর হবে।

প্রসবের পর মাথার চুল উঠে যেতে থাকলে — চায়না θ. ৮-১০ ফোঁটা বা **এসিডফস** ৩০ দিনে ১ বার ১ ফোঁটা খেলে এটা দূর হবে।

গর্ভা অবস্থায় সকালে বমি হতে থাকলে — প্রথমে দিতে হবে **সিম্পোরী কার্পাস রেসিমোসা** ৬ দিনে ৪ বার ১ ফোঁটা করে। সঙ্গে দিন **এপোমারফিয়া -৩০ বা সিরিয়ম অক্‌জ্যালেট** ১X দিনে তিন বার ৪-৫ ফোটা করে। **ইপিকাক** —৬, **নাক্স ভোমিকা** -৬ দিনে ৪ বার ২-৪ ফোটা করে খেলে ও বমি বন্দ হবে। **নেট্রাম ফস** ৩X এর সঙ্গে **ম্যাগফস** ৩ X এর ৪টি করে ট্যাবলেট দিনে ৪ বার গরম জলের সঙ্গে খেলে ও ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় কৃত্রিম ব্যথা — কলোফাইলাম -৩০ দিনে ১ ফোটা করে দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় গা বমি বমি — যদি কোন জিনিসের গন্ধে গা বমি বমি করে তবে **কলচিকাম** -৬ ১ফোঁটা করে দিনে ৩ বার, খেলে এ অবস্থার অবসান হবে।

গর্ভাবস্থায় হিক্কাতে — নাক্সভম্‌ ৩০, ১ ফোঁটা দিনে ২ বার খেলে এ রোগ সারে।

গর্ভাবস্থায় হাত-পা ফুললে — নুন খাবেন না। একদিন পর পর খেতে হবে এপিস

বেলিফিকা ২০০, ১ ফোঁটা করে একদিন অন্তর একদিন। বোরোডিয়া ডিফিউজা θ ...
ভালো ফল পাওয়া যায়।
ফোঁটা দিনে ৩ বার খেলে এ ...

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য — ক্যালকেরিয়া θ ও রোহিতক θ ১০ ফোঁটা ক... রোজ দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আর খাবার পর খেতে হবে কলিন্সোনিয়া ১০ ফোঁটা করে ৩ বার।

গর্ভাবস্থায় উদরাময় — ফসফরাস ৩০ বা সালফার ৩০, ১ ফোঁটা করে দিনে ২ ... খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় যোনি চুলকানিতে — সিপিয়া ৬ বা ক্যালেন্ডুলা ৬ বা এম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩০ ১ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার প্রয়োগ রোগ সারে।

গর্ভাবস্থায় বুক ধড়ফড় — লিলিয়াম টিগ ৩০ ১ ফোঁটা দিনে ৩ বার খেলে এ রো... সারে।

গর্ভাবস্থায় কুখাদ্যে রুচি — এই অবস্থায় অনেক নারী ছাই, পোড়ামাটি, চক খে... থাকে। যদি ছাই খায় তবে তাকে **কার্বোভেজ** ৩০ ১ ফোঁটা দিনে ৩ বার দিলে এ অভ্যাস যা... যদি পোড়া মাটি খায় তবে দিতে হবে **এ্যালুমিনা** ৩০ ১ ফোঁটা দিনে ৩ বার। যদি চক খা... তবে দিতে হবে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ৩০ ১ ফোঁটা দিনে ১ বার।

জরায়ুর দুর্বলতায় — যে সব নারীর অতিরিক্ত রক্ত প্রস্রাব হয়। তাদের **হেলোনিয়াস** ... ২০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। রক্ত স্রাব হলে **ফেরামফস** ... X এবং **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** ১২X এবং **এমব্রাগ্রিসিয়া** ৬ এর ৩ করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। **ওভারি ৬, ট্রিলিয়াম θ, থ্যালাসিয়াম θ, ভিনকামাইনার θ** ঔষুধ গুলির যে কোন একটির সেবনে ওভালো ফল পাওয়া যায়।

নারীদের কম কামাবেগে **এগনাস ক্যাটাস θ** দিনে ২০ ফোঁটা করে ৩বার এবং তার স... **ওনাদমসোডিয়াম** ৬ ২০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

নারীদের টনিক ফাইভ ফস্ ট্যাবলেট ৪ টে করে ৩ বার বেশ কিছু দিন খেলে শরীর স... থাকবে। এছাড়া **অশোকা θ, এব্রোমা ব্যাগ θ, এলেট্রিস θ, এলফ্যালফা θ, ফ্যারিনোসা θ, ভাইবর্নাস ও পুলাম θ** এবং **হেলোনিয়াস θ** প্রতিটি ৪ ফোঁটা করে মিশিয়ে খেলে খু... ভালো ফল পাওয়া যাবে।

মাসে দুবার মাসিক — ২৮ দিন অন্তর মাসিক ২ বার নিয়ম। কারও কারও অনে... সময় এটা দুবার ও হয়ে থাকে। এটি একটি রোগ। এরূপ হলে **এম্ব্রাগ্রিসিয়া ৬**, ১ফোঁটা এ... **হেলোনিয়াস θ** ১০ ফোঁটা করে দিনে বার ৭ দিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

পুরুষদের কয়েকটি যৌনরোগ ও তার চিকিৎসা

ধ্বজভঙ্গ — এটাই পুরুষদের সবচেয়ে লজ্জার রোগ, যা বিবাহিত জীবনকে বিষম... করে তোলে।

রোগের কারণ— অধিক হস্ত মৈথুন, অধিক মৈথুন, খাদ্যাভাব, প্রভৃতি কারনে যৌবনেই পুরুষ পৌরুষত্ব হারায়। তাদের পুরুষাঙ্গ দূর হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে যেমন সুষম খাদ্য খেতে হবে তেমন এই ওষধগুলি সেবনে সুফল পাওয়া যাবে- **লাইকোপডিয়াম** - ১০০০০ c.m **বিউফো** -২০০, **আনাকোডিয়াম** -৩০-২০০ **কোনায়াম** -২০০ -১ফোটা করে দিনে ৩ বার মাসাধিক খেলে সুফল পাওল যাবে।

শীঘ্রবীর্য পাত — কোন সুন্দরী নারী দেখলে, ছবিতে কোন মিলন দৃশ্য দেখলে বা স্ত্রী সহবাসের প্রাক্কালে উত্তেজক মূহূর্তের পূর্বেই অনেক পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায়। এর ফলে বিবাহিত জীবনে নেমে আসে অশান্তি। এ থেকে মুক্তি পেতে ঐ রোগীকে দিতে হবে **টিটেনিয়াম** - ৩X বা **সেলিনিয়াম** - ৩X। ৫ গ্রেণ পরিমান ঐ ঔষধ প্রতিদিন ৩ বার করে খেতে হবে।

একশিরা — একশিরায় বাম অন্ডকোষে আক্রান্ত হলে খান **পানসেটিলা** ও বা **গ্রাফাইটিস**-৬। আর ডান অন্ডকোষ আক্রান্ত হলে খান - **রডোড্রেনস** ৩। দিনে ৩ ঘন্টা অন্তর ৭দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

লিঙ্গের ক্যানসারে — **ইউফরবিয়াম** ৬- দিনে ২বার।

গণরিয়া — এটা একটা যৌন রোগ। নারীও পুরুষ উভয়েই এই রোগের শিকার হয়। মহিলাদের গণরিয়ায় **গনকক্কাস** - ৩০, সবচেয়ে ভালো ঔষধ। দিনে ৪ বার। এছাড়া **ক্যালিমিউর** ৬x , **ক্যালি সালফ** -৬x , **ক্যালকেরিয়া সালফ** ৬x , **নেট্রাম মিক্কর** ৬x এবং **সাইলেমিয়া** ৬x এর প্রত্যেকের ২টি ট্যাবলেট ২ x ৫ = ১০টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খেলে রোগ নিরাময় হয়। এছাড়া **কেপেবা** - ৬ বা **সিপিয়া** ৩০ প্রয়োগে ও ভালো ফল পাওয়া যায়।

অন্ডকোষ প্রদাহ ও বৃদ্ধিতে — অন্ডকোষ প্রদাহে খান **পালস** -৩ বা **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৩। দিনে ৩ ঘন্টা অন্তর ৪ বার। ৪০ দিন খেতে হবে।

স্বপ্নদোষ —স্বপ্ন দোষ কোন রোগ নয়। রাতে বা দিনে দু একবার হলে ক্ষতি নেই কিন্তু অধিক হলে ক্ষতি তার চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। **লিউপিউলাস** ৬X, **স্যালিক্সনায়গ্রা** - , **সেলিনিয়ম** - ৩০, ২ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কষ্টকর সঙ্গমে — নববিবাহিতাদের নারী-পুরুষ উভয়েরই অনেক সময় সঙ্গমে কষ্ট হয়। এরূপ হলে প্রথমে **স্ট্যাফি সেগ্রিয়া** ২০০ এবং এরূপ পরে **থুজা** ২০০ রাতে একবার ১ ফোঁটা সেবনে এই কষ্ট দূর হবে।

কয়েকটি রোগের প্রতিযেধক ঔষধ

শিশুদের রিকেটে — **ওলিয়াম কেকোরিস্এসেলি** ৩ x সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভেদবমিতে — বায়োকেমিক ৫টি ফস এক সাথে মিশিয়ে গরম জলের সঙ্গে খেলে বমি বন্ধ হয়ে যাবে।

প্লীহায় — সিয়োনেথাম θ, **কেলিমিউর** ৬ x এ ভালো ফল পাওয়া যায়।

খাদ্যে বিষক্রিয়া — এ্যাকোনাইট ন্যাপ θ ৪ ফোঁটা খেলে পায়খানা ও বমির প
বিষক্রিয়া নষ্ট হবে।

আমবাতে — এন্টিপাইরিন-৩০ দিনে ৪ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

তড়কাতে — ফেরামফস্- ১২ x, **ম্যাগফস ১২, ফেলিফস ১২** x, **নেট্রাম মিউর** ১
x একসঙ্গে মিশিয়ে আধঘণ্টা অন্তর সেবনে তড়কা ভালো হয়।

লিভারের দোষে — চেলিডোনিয়াম θ সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অর্শ — আমেরিকান θ ১০ ফোঁটা করে দিনে ২ বার খাওয়ালে অর্শ সারে।

রক্তার্শে — ফেরামফস ৩ x, **কেলি মিউর৬, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ২** x ৪ টি ক
ট্যাবলেট পর্যায়ক্রমে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ক্ষুধামান্দায় — জেনসিয়ানা লুটিয়া θ দিনে ৪ বার ৫-১০ ফোঁটা সেবনে ভালো ফ
পাওয়া যায়।

কলেরায় — আর্সেনিক-৩০, ক্যামফর , ভেরেট্রাস এলব ৩০।

বসন্তে — নেট্রাম সালফ ৬ x, **ভেরিওলনাম ৩০, ভ্যাকসিনাম ৬** x, ২০০।

হামে — এ্যাকোনাইট ন্যাপ-৩০, পালস-৬।

ব্রনতে — কেলিব্রোম ৩ x এবং **ক্যালকেরিয়া ফস ৩** x প্রয়োগে ব্রন ভালো হয়।

ন্যাবাতে বা পান্ডুরোগ বা জন্ডিসে — যদি ঐ রোগে জ্বর থাকে তবে দিতে হ
এ্যাকোনাইট ৬ ফেরামফস ৩ x। এছাড়া **হাইড্রাসাটিস** θ ৬, **চেলিডোনিয়াম** θ ৬, **চায়না**
x, **ব্রায়োনিয়া ৬, নেট্রাম সালফ ৩** x প্রয়োগে ফল ভালো হয়।

পায়ের কড়ায় — ভেরেন্ট্রাম ভিরিডি, এন্টিমোনিয়ম ক্রুড ৫ এস. জি, সাদা ভেসলি
৩০ এম. জি এবং **এনাগেলিস ৮** এল একত্রে মিশিয়ে লাগালে এবং **কস্টিকাম ২০০** এব
হাইড্রাসটিস ২০০ খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মকালীন চর্মরোগে — থ্যালিয়ম ৩০ এবং **রস-ভিনেনেটটার ৬** এ ভালো ফ
পাওয়া যায়।

হাজায় — এ্যাগারিকাস মস্কোরিয়াস ১৫ml এবং **সাদা ভেসলিন** ৩০mg
ইউক্যালিপটাস অয়েল একসাথে মিশিয়ে হাজায় লাগালে হাজা নিরাময় হয়।

পড়তে পড়তে চোখে ঝাপসা দেখলে — এসারাম ইউরো ৩০ দিনে ৪ বার
ফোঁটা করে ব্যবহারে উপকার পাবেন।

ছুলিতে — সিপিয়া ৬ এবং **কেলি মিউর ৬** x সেবন করতে হবে এবং **সিপিয়া লোশ**
৩০ এম. এল ডিস্টিল ওয়াটারে মিশিয়ে লাগালে ছুলি সারবে।

চুলকানিতে — ইচিনেসিয়া θ **এম. এল, সিপিয়া** ৫ এম. এল, **ম্যাগনেসিয়া সালফ্**
x এম. জি. ডিসটিল্ড ওয়াটার ৩০ এম. এল. একসঙ্গে মিশিয়ে সাদা তুলো দিয়ে চুলকানিতে
লাগাতে হবে এবং **গাইনোকর্ডিয়া** θ ১০ ফোঁটা খাবেন।

হার্পিসে — এনথ্রকাসিন ৩০, আর্সেনিক এলবা ৩০ স্টোফাইলোককাসিন ৩০ সেবনে এবং সোফেরা θ ঠান্ডা জলে মিশিয়ে তুলোয় করে হার্পিসের জায়গায় লাগাতে হবে।

ফোঁড়ায় — আর্নিকা-১২ বা হিপার সালফ ২ x ২/৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনে ফোঁড়া ফেটে যাবে।

শ্বেতীতে — আর্সেনিক সালফ ফ্লেভাম ৩ x কিছুদিন খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

যোনিতে চুলকানি — ট্যরেনটিউনা হিস ৩০, সিপিয়া ৬, মার্কসল ২০০ এর যে কোন একটি সেবনে এ রোগ সারে।

অন্ডকোষ প্রদাহে — মার্কবিন আয়োড ৩ x বাঁ দিকে বেদনা হলে আর ডান দিকে হলে বেলেডোনা ২০০।

অনিদ্রাতে — প্যাসিফ্লোরা ইন θ রাতে শোবার আগে ১০-১৫ ফোঁটা সেবনে ভালো ঘুম হবে। তাছাড়া কাফিয়া ১ x, কেনি ফস ৬ x ও ব্যবহার করতে পারেন।

হুপিং কাশি — ড্রসেরা-৩০, পটুসিন-৩০।

বৃদ্ধদের খক্‌খক্ কাশিতে — জিরেনিন ১ x খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

নিউমোনিয়ায় — ব্রায়োনিয়া ৩ x, স্পঞ্জিয়া ৩ x এবং ওসিমিয়াম স্যাংকো ৩ x পর্যায়ক্রমে ১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কাশিতে — কাশির সবচেয়ে ভালো ওষুধ হল জ্যাস্টিসিয়া এড θ ৫/৬ ফোঁটা করে খাওয়া।

জলাতঙ্কে — স্টামোনিয়াম-২০০, হায়োসিয়েমাস ৩০।

ডিপথেরিয়া — ডিপথিরিনাম ২০০, কেলিমিউর ৬ x।

সুতিকা জ্বরে — পাইরোজেন ২০০, সালফার বা আর্সেনিক ২০০ প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গ্লান্ডস্ফীতিতে — সালফার ২০০, সিস্ট্রাস ২০০ এ ভালো ফল পাওয়া যায়।

ধ্বজভঙ্গে — অশ্বগন্ধ্যা θ, স্যালিক নাইগ্রা θ, শিমুল θ, এভেনাস্যাট সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

শীঘ্র বীর্যপাতে — সেলিনিয়াম ৩ x, টিটোনিয়াম ৩ x, সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গলগন্ডতে ঃ— আয়োডিয়াম ৩ x, ৬ x বা ক্যালকেআয়োড ১০০০ এ ভালো ফল পাওয়া যায়।

রক্তহীনতা — ফেরাম মিউর ৩ x, ক্যালকেফস ৩ x প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চুল ওঠা বন্ধ করতে — ফেরামফস-৬ খান এবং জ্যাবরান্ডি ৫০ এম. এল নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাখুন।

স্তনের পরিপুষ্টতায় — বয়োবৃদ্ধি র সঙ্গে সঙ্গে যে সব নারীর স্তনের পরিপুষ্টতা হ না তারা লেসিসিন ৩ x-৬ x সেবনে ভালো ফল পাবেন।

দাঁত কড়মড় ও বিছানায় প্রস্রাব — **সোমরাজ** θ ৪ ফোঁটা করে ৪ বার মাসখানেক সেবনে এ রোগ নিরাময় হয়।

কানের যন্ত্রণা — **বেলেডোনা** θ ২/৪ ফোঁটা কানের মধ্যে দিলেই যন্ত্রনার উপশম হবে।

কলেরায় প্রস্রাব বন্ধে — **আর্সেনিক এলবা** ৬, ২০০ ব্যবহারে সুফল পাবেন।

মেদবৃদ্ধিতে — ১০ ফোঁটা **ক্যারিকা**, **সেবান সেরু** ১৫ ফোঁটা, **নেট্রাম ফস** ৩ x ১০ গ্রেন পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে ১ কাপ গরম জলে দিয়ে তা কিছুদিন সেবনে মেদ বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য তার সঙ্গে ঘি, দুধ, মাখন, ডিম, মাংসও খেতে হবে।

মেদ কমাতে — চর্বি জাতীয় খাদ্য খাবেন না। আর **ফিকাসভেস** সেবন করবেন দিনে ৩ বার ১৫-২০ ফোঁটা করে।

জন্মনিয়ন্ত্রনে — (১) **টেস্টিস** ৩ x ৩ গ্রেন মাত্রায় ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে সাতদিন খাওয়ালে গর্ভরোধ হবে।

(২) ঋতুস্রাব বন্ধের পরদিন থেকে পর পর সাতদিন সকালে **সাইক্লোমেন** এবং বিকেলে **জ্যাস্থ্রাইলাম** ১x ১০ ফোঁটা করে খেলে গর্ভরোধ হবে।

(৩) মাসিক বন্ধের দিন থেকে আগামী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত **নেট্রাম মিউর** ৩ x এর তিনটি করে ট্যাবলেট সাত দিন সেবনে গর্ভরোধ হবে।

পুরুষের যৌবনে দাড়ি গোঁফ না ওঠা — **টেস্টিস** ৩ x বা **নেট্রাম মিউর** ৬ x ৪টি ট্যাবলেট সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হৃদপিন্ডে মেদ জমালে — **এ্যানাডিয়াম** ৩০ তে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মূত্রে ক্যালসিয়াম বেশি থাকলে — **নাইট্রোমিউর এ্যাসিড্** θ ৮-১০ ফোঁটা সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রবল রক্তস্রাবে — **ম্যাঙ্গিফরা ইন্ডিকা** θ ৮-১০ ফোঁটা আধ ঘণ্টা অন্তর সেবনে রক্তস্রাব বন্ধ হবে।

চোখের আঞ্জনিতে — **স্ট্যফিসেগ্রিয়া** ৩০ বা **জেকুরিটি** ৩ x খেলে ও লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বন্ধ্যাত্ব রোধে — বন্ধ্যা নারীকে যদি **এলিট্রিস** θ ৩০ **অরম মিউর** ২০০, **নেট্রাম কার্ব** ২০০ ৮-১০ ফোঁটা দিনে ২ বার করে মাসখানেক খাওয়ানো যায় তবে গর্ভসঞ্চার হয়।

শীঘ্র গর্ভসঞ্চার — যে সব নারীর শীঘ্র গর্ভ সঞ্চার হয় তাদের মাসে এক মাত্রা নেট্রাম মিউর ১০০০ খাওয়ালে গর্ভসঞ্চারের আশংকা থাকে না।

জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে — **ফ্রাক্সনাস এ্যামোরিকানা** θ এবং **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** ১২ x ৪টি করে ৩ ঘণ্টা পর্যায়ক্রমে কিছুদিন খাওয়ালে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

টাইফয়েড — ইচিনেসিয়া θ এবং **ব্যাপটিসিয়া θ** একসঙ্গে মিশিয়ে ১০-১২ ফোঁটা ১ মাত্রা সেবনে ফল ভালো হয়।

ঘুম তাড়াতে — ফেরাম ফস সকালে সন্ধ্যায় ৮-১০ টি করে খেলে রাত জাগা সম্ভব হয়। ছাত্র/ছাত্রীদের এটা দরকার।

বহুমূত্র — সিজিজিয়াম θ প্রতিদিন ৩ বার ১০-১৫ ফোঁটা সেবনে বহুমূত্র ভালো হয়।

উচ্চ জ্বর — ১০৪° উপরে জ্বর উঠলে মাথায় জল পটি দিতে হবে আর তার সঙ্গে **এসিটানি ৩ x** ১৫ মিনিট অন্তর ১ ডোজ খাওয়াতে হবে। **চিনিনাম আর্স ৩ x** এ ভালো ফল পাওয়া যায়।

টাইফয়েড — ব্রায়োনিয়া ৬, কেলিসলফ ৬ x , ক্লোরোমাইসিটিন ৩০ বা টাইফোডিয়াম ৩০, রাসট্রক্স-৬, কেলিসালফ ৬ x প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ডেঙ্গু — রাসটাক্স, ডালকামরা ৬, নেট্রাম সলফ ৩ x, ফেরাম ফস ৩ x, ব্যবহারে ভালো ফল পাবেন।

করোনারী থ্রম্বসিস — প্রথমে দিতে হবে **আর্নিকা-২০০** বা **এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৬**, পরে পনের মিনিট পর থেকে **কমলিমিউর ৩ x** এবং **ম্যাগফস ৬ x**। এরপর **কেলিফস ৬ x ফেরামফস ৬ x** দিলে ভালো হয়।

সেরিব্রাল থ্রম্বসিস — প্রথমেই **আর্নিকা মণ্ট ৬** বা **এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৬**, ১৫ মিনিট থেকে আধঘণ্টা অন্তর দিতে হবে। পরে লক্ষণ বুঝে **কেলিমিউর ৬ x** এবং **ম্যাগফস ৩ x** দিতে হবে।

কাঁকড়া বিছার কামড়ে — এপিস সেল ২০০ দিলে ভালো হয়।

বেরিবেরি বা শোথ রোগে — অক্সিড্রেনডন আরবো দিনে ৪ বা ৩/৪ ফোঁটা করে খাওয়ালে জ্বালা, যন্ত্রণা কমে।

ক্যান্সারে — ফেসোনাস নানা θ ১০-১৫ ফোঁটা ৪ বার করে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জরায়ুর ক্যান্সারে — জরায়ুতে ক্যান্সার হলে **বোরাম্প-৩০**, ১ ফোঁটা করে দিনে ২ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের ক্যান্সারে — হাইড্রোসটিস ৬ x , কার্বোএন ২০০ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জিহ্বার ক্যান্সারে — কেলিসায়েটাস ৩ x বা ৩০ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

যকৃতের ক্যান্সারে — হাইড্রাসটিস θ , কোলেস্টারিনাম ৩ x , মাইরেকা সেবি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কানে পুঁজ — সাইলেসিয়া ২০০ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

দাঁতের যন্ত্রণা — এ্যাসিড কার্বলিক θ সামান্য তুলোয় লাগিয়ে দাঁতে লাগালে দাঁতের যন্ত্রণা সারে।

পাইওরিয়া — **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর -১২ x** এবং হেকলালাভা, কিছুদিন খাওয়া এবং **টার্মেনিয়া চিবুনা** θ গরম জলে দিয়ে দিনে ও রাতে দুবার কুলুকুচি করলে পাইওরি সারে।

অনিয়মিত ঋতু — মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুতে **এব্রামা র‍্যাডিক্স** θ, **জেনেসি অশোক** θ ও **সিনিসিও** যে কোন একটি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় তলপেটেব্যথা — **ভাইবারনাম প্রনিড** ১ ঘণ্টা অন্তর ১ ডোজ খাওয়া পেট ব্যথা সারে।

সু-প্রসব — প্রসবের ছ মাস থেকে নিয়মিত **কেলি মিউর ৬ x**, সকালে ৬টি ট্যাবলে এবং **ক্যালকেরিয়া ফস ১২ x**, **ম্যাগফস ১২ x**, ও **নেট্রাম ফস ৬ x**, প্রত্যেকটি ৩টি করে বেলা খাবার পর খেতে হবে। ৮ মাসের পর **পালসেটিলা** ২০০ খেতে হবে।

জরায়ুর রক্তস্রাবে — **অস্টিলগো** ২০০, ১ পুরিয়া করে ৩ ঘণ্টা অন্তর খেলে ভা ফল পাওয়া যায়।

হুপের কুফলে — হুপ ধারণ করে যদি রক্তস্রাব হয় তবে **লিডামপল** ২০০, আর্নি ২০০ খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ডিপথেরিয়া — প্রথম অবস্থায় **ডিপাথিরিনাম** ২০০ প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর খাবেন। প **মার্ক সায়েনটাস** ৩০ প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর।

টনসিলে — **ফাইটোলাক্কা** ৬ সকালে ১ মাত্রা ও বিকেলে ১ মাত্রা খেলে ফল ভা পাওয়া যায়।

পায়ে গুপো — **লিডাম পল - ২০০ বা এন্টিম ক্রুড ৩০ শক্তি** দিনে ২বার ১ফোঁট

স্তন দুগ্ধ বাড়াতে — **ফ্রাইপোরিয়া-৬, ন্যাককডি ফ্লোর ৩০, অর্গনস্টাস কস্টড, রিসিন ৬ গ্যালেগা, এলফ্যালফা** θ ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাওয়ালে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পাবে।

জরায়ূর দুর্বলতায় — **হেলোনিয়াস** θ, ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খেলে মাসিকে যে কোন দুর্বলতা কাটে।

শ্বেত প্রদর — **বোরাক্স** ২০০, ৩ গ্রেণ পরিমান দিনে ৪ বার খেলে ভালো ফল পাও যায়। **কেলি মিউর** ৬x এবং ৩ভা টেষ্টা ৬x ৩ গ্রেন করে মিশিয়ে খেলেও ভালো ফল পাও যায়।

উচ্চ রক্তচাপে — **ক্র্যাটিগ্যাস** θ, **প্যাসিফ্লোরা** θ এবং **গ্লোনইন** ৬ (১০+১০+ ফোঁটা পর্যায়ক্রমে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

নিম্ন রক্তচাপে — **এমব্রাগ্রেসিয়া ৬ বা ৩০, বা ডিসকাম এলবাম ৩০** সেবনে ভা ফল পাওয়া যায়।

কিছু গুরুত্ব পূর্ণ ঔষধের ইংরাজী বানান দেওয়া হল

এবিস নাইগ্রা .... ABIES NIGRA
এবসিন্থিয়াম .... ABSINTHIUM
এলেট্রিস ফ্যারিনোসা .... ALETRIS FARINOSA
এব্রোটেনাম .... ABROTANUM
একালিফা ইন্ডিকা .... ACALYPHA INDICA
এব্রোমা র‍্যাডিক্স .... ABROMA RAD
এব্রোমা আগস্টা .... ABOMA AUGUSTA
এসিড ফ্লোর .... ACID FLOURICUM
এসিড নাইট্রিকাম .... ACID NITRICUM
এসিড ফস .... ACID PHOS
এসিড পিক্রিক .... ACID PICRIC
এসিড সলফ .... ACID SULPHURICUM
একোনাইট নেপিলাস .... ACONITE NAPILUS
ইস্কিউলাস হিপ .... AESCULUS HIP
ইথুজা .... AETHUSA CYNAPIUM
এগনাস ক্যাস্টস .... AGNUS CASTUS
এলান্থাস .... AILANTHUS
এল্‌ফ্যালফা .... ALFALFA
এসারাম ইউরো .... ASARUM EURO
এভেনা স্যাটাইভা .... AVENA SATIVA
এলিয়ম সিপা .... ALLIUM CEPA
এলেট্রিস ফ্যারিনোসা .... ALETRIS FARINOSA
এলো সকোট্রাইনা .... ALOE SO COTRINA
এলিউমিনা .... ALUMINA
এনাগেলিস .... ANAGALLIS
এম্বাগ্রিসিয়া .... AMBRAGRISEA
এজাডিরেক্টা .... AZADIRACHTA INDICA
এমন কার্ব্বনিকাম .... AMMON CARB
এমন কস্টিকাম .... AMMON CAUSTICUM
এডোনিস ভার্ন্যালিস .... ADONIS VERNALIS
এমন মিউর .... AMMON MUR
এমিল নাইট্রোসাম .... AMYL NITROSUM
এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টা .... ANACARDIUM ORIENTALE
এনথ্রাসিনাম .... ANTHRACINUM
এনাগেলিস .... ANAGALLIS
এনথ্রাকোকালি .... ANTHRAKOKALI
এন্টিমোনিয়ম আর্স .... ANTIM ARS
এন্টিমোনিয়ম ক্রুড .... ANTIM CRUD
এনাগেলিস .... ANAGALLIS
অর্জুন .... ARJUN

এন্টিমোনিয়ম টার্ট .... ANTIM TART
এন্টিপাইরিন .... ANTIPYRINE
এসিটিরিয়াস রুব .... ASTERIAS. RUB.
এপিস মেল .... APIS MELLIFICA
আর্টিকা ইউরেনস .... URTICA URENS
এপোসাইনাম .... APOCYNUM
এরালিয়া রেসিমোসো .... ARALIA RACEMOSA
এপোমর্ফিয়া .... APOMORPHIA
এরেনিয়া ডায়ডিমা .... ARANEA DIADEMA
এডোনিস ভার্নালিস .... ADONIS VERNALIS
এসপিডস পার্ম্মা .... ASPIDOS PERMA
আর্টিস্টা ইন্ডিকা .... ATISTA INDICA
আর্জ্জেন্ট মেটালিকাম .... ARGENT MET.
আর্জ্জেন্ট নাইট্রিকাম .... ARGENT NIT.
আর্ণিকা মন্টেনা .... ARNICA MONTANA
আর্সেনিক এল্‌বাম .... ARSENIC ALBUM
আর্সেনিক সলফ ফ্লেভাম .... ARSENIC SUL. FLAV.
অরম মেটালিকাম .... AURUM MET.
অরম মিউর ন্যাট্রোনেটাম .... AURUMMUR NATRONATUM
ব্যাপটিসিয়া .... BAPTISIA TINCTORIA
ব্যারাইটা কার্ব্ব .... BARYTA CARB
ব্যারাইটা মিউর .... BARYTA MUR
বেলেডোনা .... BELLADONNA
বার্ব্বেরিস ভলগ্যারিস .... BERBERIS VULGARIS
ব্ল্যাটা ওরিয়েন্টালিস .... BLATTA ORIENT
ব্যাডিয়াগ .... BADIAGA
বার্ব্বেরিস একুইফোলিয়াম .... BERBERIS AQUIFOLIUM
বোরাক্স .... BORAX
বোরাভিয়া ডিফিউজা .... BOERHAVIA DIFFUSA
ব্লমিয়া অডোরেটা .... BLUMEA ODORATA
ব্রোথ্রপস .... BOTHROPS
বোভিস্টা .... BOVISTA
ব্রায়োনিয়া এল্বা .... BRYONIA ALB.
ক্যারিকা পেপেয়া .... CARICA PAPAYA
ক্যাক্টস গ্র্যান্ডি .... CACTUS GRANDI
ক্যালেডিয়মস .... CALADIUMS
ক্যানাবিস স্যাট .... CANNABIS SATIVA
ক্যালেট্রপিস .... CALOTROPIS
ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব .... CALCARIA CARB
ক্যালকেরিয়া ফ্লোর .... CALCARIA FLOUR
ক্যালকেরিয়া ফস .... CALCARIA PHOS
ক্যালকেরিয়া সালফ্‌ .... CALCARIA SULP

ক্যালেন্ডুলা .... CALENDULA
ক্যাম্পর .... CAMPHOR
ক্যান্থারিস .... CANTHARIS
ক্রোকাস স্যাটিভা .... CROCUS SATIVA
ক্যাপ্সিকম .... CAPSICUM
কার্বো-এনিমেলিস .... CARBO ANIMALIS
কার্বোভেজ .... CARBOVEGE TABILIS
কার্ডুয়াস মেরি .... CARDUUS MARIANUS
কলোফাইলম .... CAULOPHYLLUM
কস্টিকাম .... CAUSTICUM
সিড্রন .... CEDRON
চ্যাপারো .... CHAPARRO
সেফালেন্ড্রা ইন্ডিকা .... CEPHALANDRA INDICA
ক্যামোমিলা .... CHAMOMILLA
চেলেডোনিয়ম .... CHELEDONIUM MAJUS
চিমাফিলা .... CHIMAPHILA
চিয়োন্যান্থাস .... CHIONANTHUS
সাইকিউটা ভিরোসা .... CICUTA VIROSA
সিনা .... CINA
চায়না .... CHINA. OFF.
সিকিউটাভিরোসা .... CCICUTAVIROSA
সিনাবেরিস .... CINNABERIS
সিস্টাস ক্যানাডেনসিস .... CISTUS
ক্লিমেটিস .... CLEMATIS
কোলেস্টারিনাম .... CHOLESTARINUM
কোব্যাল্টম .... COBALTUM
কোকা .... COCA
ককুলাস ইন্ডিকা .... COCCULLUS INDICA
কক্কাস ক্যাক্টাই .... CACCUS CACTI
কমোক্লেডিয়া .... COMOCLADIA DEN
কফিয়া ক্রুড .... COFFEA CRUDA
কল্চিকম .... COLCHICUM AUTU
কোপেভা .... COPAIVA
কলিনসোনিয়া .... COLLINSONIA
কলোসিন্থা .... COLOCYNTH
কন্ডিউরাঙ্গো .... CONDURANGO
ক্লোরালম .... CORALLIUM
কোনিয়াম .... CONIUM MAC
ক্রোকাস স্যাটিভা .... CROCUS SATIVA
ক্র্যাটিগাস .... CRATAEGUS OX
কোলিয়াস আরোমেটা .... COLEUS AROMATICUS
ক্রোটেলাস .... CROTALUS HORIDUS

ক্রোটন টিগালিয়ম .... CROTON TIGLIUM
ক্যাস্টরাইকো .... CASTOREQUI
কুপ্রাম মেট .... CCUPRUM MET
সাইক্ল্যামেন .... CYCLAMEN
ডিজিটেলিস .... DIGITALIS
ড্যামিয়ানা .... DAMIANA
কুপ্রাম অক্সিডেটাম নাইগ্রাম .... CUPRUM OXYDATUM NIGRUM
ডায়স্কোরিয়া .... DIOSCOREA VILLOSA
ড্রসেরা .... DROSERA
ডেসমোডিয়ম গ্যাঞ্জেটিকাম .... DESMODIUM GANGETICUM
ডলিকস্ .... DOLICHOS
ডিপথেরিয়াম .... DIPHTHERINUM
দুর্ব্বা .... DOORBA
ইলসেরাম .... ELSERUM
ডল্কামারা .... DULCAMARA
ঈগলফোলিয়া .... EAGLEPHOLIA
ইকুইজিটাম .... EQUISETUM HYMALE
ইচিনেসিয়া .... ECHINACEA
ইরিজিরন .... ERIGERON
ইউপেটোরিয়াম পার্ফো .... EUPATORIUM PERF.
ইউফ্রেসিয়া .... EUPHRASIA
ইউফরবিয়াম .... EUPHORBIUM
এম্বেলিয়া রাইবিস .... EMBELIA RIBES
ফেরম মেটালিকম .... FERRUM METALICUM
ফর্মিকারুফা .... FORMICARUFA
ফেরম ফস .... FERRUM PHOS
ফিকাস ইন্ডিকা .... FICUS INDICA
ফিকাস্ রিলিজিয়োসা .... FICUS RELIGOSA
ফুলিগোলিগ্নি .... FULIGOLIGNI
ফিউকাস ভেসিকিউ .... FUCUS VESICUOUS
গলিয়াম অ্যাপরিন .... GALIUM APARINE
গ্যাম্বোজিয়া .... GAMBOGIA
জেলসিমিয়াম .... GELSEMIUM
গ্লোনয়িন .... GLONOINE
ন্যাফেলিয়ম .... GNAPHALIUM
গ্র্যানেটাম .... GRANATUM
গ্র্যাফাইটিস .... GRAPHITIS
জিমনেমা সেলভিস্টা .... GYMNEMA SYLVISTRE
গুয়েকাম .... GUAIACUM
হিপোজেনিনাম .... HIPPOZEANINUM
হ্যামামেলিস .... HAMAMELIS VIRG
হেক্লালাভা .... HEKLALAVA

হাইড্রোকোটাইল	HYDROKOTYL
হেলিবোরাস	HELLEBORUS NIG
হেমামেলিস	HAMAMELIS
হেলোনিয়াস	HELONIAS
হিপার সালফার	HEPAR SULPH
হাইগ্রোফিলা স্পাইনোসা	HYGROPHILIA SPINOSA
হাইড্র্যাসটিস	HYDRASTIS CAN
হাইড্রোকোটাইল	HYDROCOTYLE
হায়োসিয়ামস	HYOSCYAMUS NIG
হাইপেরিকাম	HYPERICUM PERE
ইগ্নেসিয়া	IGNATIA AMARA
আয়োডাম	IODUM
ইপিকাক	IPECACUANHA
আইরিস ভার্স	IRIS VERS
জাস্টিসিয়া আডাটোডা	JUSTICA ADHATODA
জ্যাবোরান্ডি	JABORANDI
জ্যাকারান্ডা	JACARANDA
জেলাপা	JALAPA
ক্যালিবাইক্রম	KALIBICHROCRICUM
ক্যালিব্রোম	KALIBROMATUM
ক্যালি কার্ব্ব	KALI CARBONICUM
ক্যালি ক্লোরিকাম	KALI CHLORICUM
ক্যালি সিয়ানেটাম	KALI CYANATUM
ক্যালি আয়োডাম	KALI IODATUM
ক্যালি মিউর	KALI MUR
ক্যালি ফস	KALI PHOS
ক্যালি সালফ	KALI SULPH
ক্যালমিয়া	KALMIA LATIFOSIA
ক্রিয়োজোট	KREOSOTUM
ল্যাক ক্যানাইনাম	LAC CANINUM
ল্যাক ডিফ্লোরা	LAC DEFLORA
ল্যাকেসিস	LACHESIS
ল্যাকন্যানথেস	LACHNANTHES
ল্যাপিস এল্‌বো	LAPIS ALBUS
লুপুলিন	LUPULIN
ল্যাসিথিন	LECITHIN
লিডম পেল	LEDUM PAL
লেম্‌না মাইনর	LEMNA MINOR
লিয়াট্রিস স্পাইকেটা	LIATRIS
লিলিয়ম টিগ	LILLIUM TIG
লোবেলিয়া	LOBELIA
লাইকোপোডিয়ম	LYCOPODIUM

লাইকোপাস	LYCOPUS VIRGIN
ম্যাগ কার্ব্ব	MAGNESIA CARBONICUM
ম্যাগ মিউর	MAGNESIA MUR
মেনসেনিলা	MANCINELLA
ম্যাগ ফস	MAGNESIA PHOS
ম্যার্ককর	MERC COR
মেডোর্হিনাম	MEDORRHOENUM
মার্কবিন আয়োড	MERC BIN IOD
মার্ক সিয়ানেটাস	MERC CYANATUS
মার্ক সল	MERC SOL
মেডিউসা	MEDUSA
মুলেন অয়েল	MULLEINOIL
মেজেরিয়ম	MEZEREUM
মিলিফোলিয়ম	MILLEFOLIUM
মাইরিকা	MYRICA
ন্যাট্রাম কার্ব্ব	NATRUM CARB
মাইরিস্টিকা	MYRISTICA
ন্যাট্রম মিউর	NATRUM MURE
ন্যাট্রম ফস	NATRUM PHOS
ন্যাট্রম সলফ	NATRUM SULP
নাক্স মস্কেটা	NUX MOSCHATA
নাক্স ভমিকা	NUX VOMICA
অসিমম	OCIMUM SANUM
ওলিয়েন্ডার	OLEANDER
ওনাওসমোডিয়াম	ONOSMODIUM
ওলিয়ম জ্যাকরিস	OLIUM JECORIS
ওলিয়ম স্যান্টাল	OLIUM SANTAL
ওপিয়ম	OPIUM
পিওনিয়া	PAEONIA
প্যারিরা ব্রাভা	PAREIRA BRAVA
প্যাসিফ্লোরা	PASSIFLORA
পেট্রোলিয়ম	PETROLEUM
পপুলাসটার	POPULUSTRE
ফসফরাস	PHOSPHORUS
ফাইজ্যাসটিগমা	PHYSOSTIGMA
ফাইটোলক্কা	PHYTOLACCA
প্ল্যাটো গো মেজর	PLANTA GO MAJOR
প্যাটিনা	PLATINUM
প্লাম্বাম মেট	PLUMBUM METALICUM
পাইলোকর্পস	PILOCARPUS
পডোফাইলাম	PODOPHYLLUM
সোরিনাম	PSORINUM

পাল্‌সেটিলা .... PULSATILLA

রেডিয়ম ব্রোম .... RADIUM BROM

র‍্যানান্ কিউলাস .... RANANCULUS BULB

র‍্যাটানহিয়া .... RATANHIA

রিয়ুম .... RHEUM

রডোডেন্ড্রন .... RHODODENDRON

রাস এরোম্যাটিক .... RHUS AROMATICA

র‍্যানানকিউলাস সেলিয়েটাস .... RANUNCULUS CELERATUS

রাস গ্ল্যাবরা .... RHUS GLABRA

রাস টক্স .... RHUS TOXICODENDRON

রিসিনাস .... RICINUS COMMUNIS

রোবিনিয়া .... ROBINIA

রাওয়ালফিয়া সারপেনটিনা .... RAVWOLFIA SERPENTINA

রুটা .... RUTAG

রিউমেক্স .... RUMEX

স্যাবাডিলা .... SABADILLA

স্যাবাল সেরুলেটা .... SABAL SERRULATA

স্যানটোনিন .... SANTONINUM

স্যাবাইনা .... SABINA

স্যালিক্স নাইগ্রা .... SALIX NIGRA

সলিডেগো ভির .... SOLIDAGO VIRGA

স্যাম্বুকাস .... SAMBUCUS

স্যাঙ্গুনেবিয়া ক্যানাডেন্‌সিস .... SANGUINARIA CAN

স্যাঙ্গুনেরিয়া নাইট্রিকা .... SANGUINARIA NITRICA

স্ট্রেফেনথাস .... STROPHANTHUS

সার্সা-প্যারিলা .... SARSA PARILLA

সিকেলি কর .... SECALE CORNUTUM

সেলিনিয়ম .... SELENIUM

স্কেফুলেরিয়া নোডসা .... SCROPHULARIA NODOSA

সেনেগা .... SENEGA

স্পারটিয়ন স্কোপ্যারিয়ম .... SPARTIUM SCOPARIUM

সিপিয়া .... SEPIA

সাইলিসিয়া .... SILICEA

স্টেরেলিয়া .... STELLARIAM

স্পাইজেলিয়া .... SPIGELIA

স্পঞ্জিয়া .... SPONGIA

স্ট্যানাম .... STANNUM

সোলোনাম কেরোলিনেনসি .... SOLANUM CAROLINENSE

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া .... STAPHYSAGRIA

স্টিক্টা .... STICTA

স্টিগমাটা মাইডিস .... STIGMATA MAYDIS

স্টিলিঙ্গিয়া .... STILLINGIA

স্ট্র্যামোনিয়ম .... STRAMONIUM

সেলোনাম জ্যান্থাকার্পাম .... SOLANUM ZANTHOCARPUM
জাব্বা-স্যান্টা .... YEARBA SANTA
স্টেপটোকক্কাস .... STREPTOCCOUS
স্ট্রন্‌সিয়া কার্ব্ব .... STRONTIA CARB
সালফার .... SULPHUR
সিম্ফাইটম .... SYMPHYTUM
সিজিয়িয়াম জ্যাম্ব .... SYZYGIUM JAM
সিফিলিনাম .... SYPHILINUM
ট্যাবেকাম .... TABACUM
ট্যারেন্টুলা হিসপ্যানিয়া .... TARENTULA HISPANIA
টেলিউরিয়ম .... TELLURINUM
টিটেনিয়াম .... TITANIUM
টেরিবিন্থিনা .... TEREBINTHINA
টার্মেনেলিয়া চিবুল .... TERMINALIA CHEBULA
টিউক্রিয়ম .... TEUCRINUM
টিটানিয়াম .... TITANIUM
থিয়া .... THEA
টার্নেরা .... TURNERA
থ্যাল্যাপ্সি বার্সা .... THLASPI BURSA
থুজা .... THUJA
থিয়োসিনেমিন .... THIOSINAMINUM
ট্রিলিয়ম .... TRILLIUM
থিলিয়াম .... THALLIUM
ট্রম্বিডিয়ম .... THOMBIDIUM
টিউবারর্কিউলিনাম .... TUBERCULINNUM
ইউরিয়া .... UREA
ভেসিকেরিয়া .... VESICARIA
আর্টিকা ইউরেন্স .... URTICA URENS
ট্রিবিউলাস টেরি .... TRIBULUS TERRE
অস্টিলেগো .... USTILAGO
ভ্যানাডিয়ম .... VANADIUM
ভ্যালেরিয়ানা .... VALERIANA
ভেরিওলিনাম .... VARIOLINUM
ওয়েথিয়া .... WYETHIA
ভেরেট্রম এলবাম .... VERATRUM ALBUM
ভেরেট্রম ভিরিডি .... VERATRUM VIRIDE
ভিনকা মাইনর .... VINCA MINOR
ভাইবর্নণম ওপুলাস .... VIBURNUM OPULUS
ভায়োলা ট্রাইকোলার .... VIOLA TRICOLAR
ভাইপেরা .... VIPERA
ভিস্কাম এলবাম .... VISCUM ALBUM
জিঙ্কাম মেটালিকাম .... ZINCUM METALICUM
হোলারিনা এন্টিডিসেন্টেরিকা . HOLARRHENA ANTIDY-SENTERICA

শুধুমাত্র একটি লক্ষনের উপরে হোমিওপ্যাথিকঔষধ নির্বাচন করা কঠিন কিন্তু উপযুক্ত লক্ষণের কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যর্থ হলে তার অনুপূরক ঔষধ ব্যবহার করলে দ্রুত আরোগ্য সম্ভব। এই রূপ কিছু সংখ্যাক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অনুপূরক ঔষধ দেওয়া হইল।

ঔষধ	অনুপূরক ঔষধ
আয়োডিয়াম	লাইকো, ব্যাডি
আর্নিকা	অ্যাকো, ইপি, রাস, ভেরে
আর্সেনিক	অ্যালিয়াম সাট, নেট্রাম সালফ, কার্বোভেজ, ফস, থুজা পাইরোজেন
অ্যাকোনাইট	আর্নিকা, কফি, সালফ
অ্যান্টিম ক্রুড	সিনা
অ্যান্টিম টার্ট	ইপি
অ্যাম্বাসিনাম	ইউফর্বিয়া
অ্যালুমিনা	ফেরাম
অ্যালো	সালফ
অ্যালিয়াম সিপা	ফস, পালস, থুজা, সার্সা
অ্যালিয়াম সাট	আর্স
অ্যাসেটিক অ্যাসিড	চায়না
অ্যাসিড নাইট্রিক	আর্স, ক্যালোডিয়াম
অ্যাসিড ফ্লুয়োর	সাইলি
অ্যাসিড সালফ	সালফার
ইগ্নেসিয়া	নেট্রাম মিউর
ইপিকাক	অ্যান্টিম-টার্ট, আর্নিকা
এপিস	নেট্রাম মিউর
কফিয়া	অ্যাকোনাইট
কলোসিম্থ	মার্কসল
কস্টিকাম	পেট্রোসে, কলোসি
কার্বো অ্যানি	ক্যাল্কে-ফস
কার্বোভেজ	কেলি কার্ব, ফস, ড্রসেরা
কিউপ্রাম মেট	ক্যাল্কে কার্ব
কেলি কার্ব	কার্বোভেজ
কেলি বাইক্রোম	আর্স
কোনিয়াম	ব্যারাইটা-মি
ক্যান্থারিস	ক্যাল্কে কার্ব
ক্যামোমিলা	বেল, ম্যাগ কার্ব, পালস
ক্যাম্ফর	ক্যাম্বা
ক্যাল্কে-কার্ব	বেল, রাস

ঔষধ	অনুপূরক ঔষধ
ক্যাল্কে-ফস	হিপার, রুটা, সালফার, জিঙ্ক
ক্যালমিয়া	অ্যাসিড বেঞ্জ
কালোডিয়াম	অ্যাসিড নাই
ক্যালেন্ডুলা	হিপার
গ্র্যাফাইটিস	আর্স, কস্টি, হিপার, ফেরাম, লাইকো
চায়না	ফেরাম
জিঙ্কাম মেট	ক্যাল্কে-ফস
টিউবারকুলিনাম	সোরি, হাইড্র-ক্যান, সালফ, ক্যাল্কে, বেল
ডালকামরা	ব্যারাইট কার্ব, কেলি সালফ
ড্রসেরা	নাক্স
থুজা	আর্স, নেট্রাম সালফ, মেডোরি সাবাইনা, সাইলেসিয়া, লাইকো
নাক্স ভমিকা	ক্যাল্কে কার্ব, কেলি কার্ব, সিপিয়া, সালফ
নেট্রাম কার্ব	সিপিয়া
নেট্রাম মিউর	এপিস, ক্যাপ্সি, ইগ্নে
নেট্রাম সালফ	আর্স
পালসেটিলা	অ্যাসিড সালফ, অ্যালি-সিপা আর্জেন্টনাই, লাইকো, সাইলি, কেলি মিউর, কেলি সালফ, ক্যামো
পেট্রোলিয়াম	সিপিয়া
প্ল্যাটিনাম	প্যালেডিয়াম
ফসফরাস	আর্স, অ্যালি-সিপা, কার্বোভেজ, ইপিকাক
ফেরাস	অ্যালু, চায়না, হ্যামা
বার্বেরিস	লাইকো
বেলেডোনা	ক্যাল্কেরিয়া
ব্যাডিয়েগা	আয়োডি, মার্ক, সালফ
ব্যারাইটা কার্ব	ডালকামেরা
ব্যাসিলিনাম	ক্যাল্কে-ফস, ল্যাকে, কেলি কার্ব, হাইড্রো-ক্যান
ব্রায়োনিয়া	অ্যালুমিনা, রাস, কেলি কার্ব, নেট্রাম মিউর
ভেরেট্রাম অ্যালবাম	আর্নিকা
মার্কিউরিয়াস	ব্যাডিয়েগা
ম্যাগ কার্ব	ক্যামো
রাসটক্স	ব্রায়ো, ক্যাল্কে কার্ব
রিউম	ম্যাগ-কার্ব
রুটা	ক্যাল্কে-ফস
লাইকোপেডিয়াম	আয়োডি, ল্যাকে, পালস, ইপি, কেলি আয়োড, চেলি
ল্যাকেসিস	লাইকো, অ্যাসিড নাই, হিপার, কেলি আয়োডি

ঔষধ	অনুপূরক ঔষধ
স্টাফিসেগ্রিয়া	কস্টি, কলোসিন্থ
সালফার	নাক্স, সোরি, অ্যাকোন, পালস, ব্যাডি
সিপিয়া	নেট্রাম কার্ব, নেট্রাম মিউর, নাক্স, স্যাবা, সালফ
সাইলিসিয়া	ক্যাল্কে, সালফ, থুজা, অ্যাসিড-ফ্লু
সোরিনাম	সালফার, টিউবারকুলিনাম
সাবাইনা	থুজা, সালফার
স্যাবাডিলা	সিপিয়া
হিপার সালফার	ক্যালেন্ডুলা
হ্যামামেলিস	ফেরাম

ঔষধ ও অনিষ্টকারী পরবর্ত্তী ঔষুধ

ঔষধের	শক্তভাবযুক্ত অনিষ্টকারী পরবর্তী ঔষধ
অ্যাসেটিক অ্যাসিড	বোরাক্স কস্টিকাম, নাক্স ভম, রানানকিউ, বেল, ল্যাকে, মার্কসল।
অ্যামোন কার্ব	ল্যাকেসিস
অরাম-মিউর নেট্র	কফি
আর্জেন্টাম নাই	কফি
আর্সেনিক	আখের রস বা মধু
আর্নিকা	কুকুর, বিড়াল, শিয়াল কামড়াবার পর কখনও দেবেন না।
এপিস	রাসটক্স, ফসফরাস
অ্যালো	অ্যালিয়াম সাট
অ্যালিয়ামসেপা	অ্যালো, অ্যালিয়াম সাট, স্টিক্টা
অ্যালিয়াম সাট	অ্যালো
অ্যাসিড নাইট্রিক	ল্যাকেসিস, ক্যাল্কে কার্ব
ইগ্নেসিয়া	নাক্স, কফি, ট্যাবেকাম
ককিউলাস	কফি, কস্টি
কফিয়া	ক্যান্থা, কস্টি, ককিউলাস, ইগ্নে, মিলি স্ট্র্যামো
কলচিকাম	অ্যাসেটিক অ্যাসিড
কলোফিলাম	কফিয়া
কস্টিকাম	অ্যাসেটিক অ্যাসিড, কফি, ফস, ককিউলাস
ক্যামোমিলা	ঝিঙ্কাম, নাক্স
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব	সালফার, ব্যারাইটা কার্ব, ব্রায়োনিয়া
চায়না	ক্রিয়োজোটাম, সেলিনিয়াম
জিঙ্কাম	ক্যামোমিলা, নাক্স

ঔষধের	শত্রুভাবযুক্ত অনিষ্টকারী পরবর্তী ঔষধ
ট্যাবেকাম	ইগ্নেসিয়া
ডালকামরা	ল্যাকে, বেল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড
ডিজিটেলিস	চায়না
নাক্সভমিকা	অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইগ্নে, জিঙ্কাম
পডোফাইলাম	লবণ
ফসফরাস	কস্টি, এপিস
ফেরাম মেট	অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও চা খেতে দেবেন না
বেলাডোনা	ডালকা, অ্যাসিড অ্যাসটিক, ভিনিগার
বোভিস্টা	কফিয়া
ব্রায়োনিয়া	ক্যাল্কেরিয়া কার্ব
মার্কিউরিয়াস	সাইলিসিয়া, অ্যাসেটিক অ্যাসিড
রাসটক্স	এপিস
রাস র‍্যাডিক্যান্স	রাসটক্স
লাইকোপোডিয়াম	কফি
লিডাম	চায়না
ল্যাকেসিস	অ্যাসিড অ্যাসেটিক, অ্যাসিড কার্ব, অ্যাসিড নাই, অ্যামোন কার্ব, ডালকা, সোরিনাম, সিপিয়া
স্ট্যাফিসেগ্রিয়া	রানানকিউলাস
স্ট্যামোনিয়াম	কফি
সিপিয়া	ব্রায়ো, ল্যাকেসিস
সিলিকা	মার্ক
সিস্টাস	কফি
সেলিনিয়াম	চায়না
সোরিনাম	কোনিয়াম, ল্যাকেসিস
হিপার সালফ	স্পঞ্জিয়া

যে সব ঔষধ ঘরে রাখা দরকার সেইসব ওষুধের তালিকা।

নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	শক্তি/ক্রম	নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	শক্তি/ক্রম
ওপিয়াম	ওপি	৩	নাক্সভমিকা	নাক্স - ৬	৩ X
ভিরেট্রাম এ্যালবাম	ভিরে-এ্যাল	৩ X	স্পাইজিলিয়া	স্পাই	৩
মিনিয়া	মিনি	৬	নডোফিল্লাম	নডো	
সালফার	সালফ্	৩০	স্পঞ্জিয়া	স্পঞ্জ	৩ X
আয়োডিয়াম	আয়োড	৩ X	ইপিকাক	ইপি	১ X
লাইকোপোডিয়াম	লাইকো	৬	মার্কউরিয়াম ফর	মার্ক-ফর	৩
ইগ্নেমিয়া	ইগ্নে	৩ X	সিলিকা	সিলিকা	৬

নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	শক্তি/ক্রম	নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	শক্তি/ক্রম
মার্কিউরিয়াম সল	মার্ক-সল	৩	ফসফোরিক এ্যাসিড	এ্যাসিড-ফস	১
আইরিস-ভার্মি	আইরিস-ভা	৩ X	বেলেডোনা	বেল	৩ X
ফসফোরাম	ফস	৩ X	হিপার সালফার	হিপার	৩
রাসটক্স	রাস	৩	চায়না	চায়না	৩ X
কেলি-বাইক্রম	কেলি-বাই	৩	সাইনা	সাইনা	২ X
পালসেটিলা	পাল্স	৩ X	জেলেসিমিয়াম্	জেলস্	১ X
কিউপ্রাম এ্যাসেটিকাম	কিউ-এ্যাসেট	৩ X	এপিস-মেলিফিকা	এপিস-মেল	৩ X
হ্যামাসেলিস	হ্যামা	১ X	ক্যান্থারিস	ক্যান্থ	৩ X
হায়োসায়েমাস্	হায়ো	৩ X	ড্রসেরা	ড্রসে	১ X
কার্বে-ভেজিটেব্লিস	কার্বোভেজ	৬	এ্যান্টিম-টার্ট	এ্যান্টিম-টার্ট	৩
ক্যামোমিলা	ক্যামো	৩ X	ককিউলাস ইন্ডিকাস	ককিউলাস	৩ X
নাইট্রিক এ্যাসিড	এ্যাসিড-নাই	১	ডাল্কেমারা	ডাল্কা	৩ X
এ্যাকোনাইটন্যাপ	এ্যাকোন-ন্যাপ	৩ X	কালোসিন্থ	কলো	৩ X
সিমিসিকিউগা	সিমিসি	৩ X	আর্নিকা মন্টেনা	আর্নিকা-মণ্ট	৩ X
কফিয়া	কফিয়া	৩ X	ডিজিটেলিস	ডিজি	৩ X
ব্রায়োনিয়া	ব্রায়ো	১	আর্সেনিক অ্যালবাম	আর্স-অ্যাল্ব	৬ X
হাইড্রাসটিস্	হাইড্রাস্	১ X	ক্যাল্কেরিয়া কার্ব	ক্যাল্ক-কার্ব	৬

রুবিনীর স্পিরিট ক্যাম্ফার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সাথে যেন না রাখা হয়।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আন্ত্রিক হলে কি করা উচিত — এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল দিনে ২৫-৩০ বার জলের মত পায়খানা হবে। অনেক সময় পায়খানার সঙ্গে রক্তও পড়ে। বমি হয়। পেটে খিচুনি ধরে। গা হাত পায়ে ভীষণ ব্যথা হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর হয়। মলের সঙ্গে প্রচুর পরিমানে জল ও নুন বেরিয়ে যাবার ফলে রক্তচাপ কমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত কনিকা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে কিডনির ক্রিয়া ব্যহৃত হলে পারে। রোগের চিকিৎসার একটা প্রধান অঙ্গ হল জল যা নুনের ঘাটতি পূরণ করে দেয়। সেইজন্য আন্ত্রিক দেখা দিলে রোগীকে ঘন্টায় ঘন্টায় চিনি ও নুন মিশ্রিত জল খাওয়াতে হবে। যদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে রোগী মুখে ঐ জল নিতে অপারক হয় তবে তাকে স্লাইন বা গ্লুকোজ দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ করতে যা করা উচিত — ১) পানীয় জল ফুটিয়ে তার ভিতর জিওলিন মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। ২) হোটেল, রেঁস্তোরা ও অন্য যে সব খাবারের দোকান আছে তারা স্বাস্থ্য বিধি মানছে কিনা তা দেখতে হবে। ৩) মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেনতা বোধ জাগ্রত করতে হবে।

সানস্ট্রোক হলে কি করতে হবে — প্রখর রৌদ্র তাপে ঘামের ফলে শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যায়। এর ফলে পেশীর সংকোচন দেখা দেয়। আর তখনই দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ